NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আজ রামমোহন রায়ের ১৯১তম প্রয়াণ দিবসে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

খানাকুলে অসহায় প্লাবিত মানুষের যাতায়াতের ভরসা শুধু নৌকো ৬

কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১০ আশ্বিন ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১০৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.9.2024, Vol.18, Issue No. 109 8 Pages, Price 3.00

মার্কিন সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে হবে সেমিকন্ডাক্টর কারখানা

জমিও তৈরি রয়েছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে মার্কিন সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রস্তাবিত সেমিকন্ডাক্টর কারখানার জন্য জমি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত। প্রাথমিকভাবে ওই সংস্থা একটি জমি পছন্দ করেছে বলেও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার নবান্নে কলকাতায় নবনিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল ক্যাথি জাইলস-ডিয়াজের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ছাড়াও ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যকে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের হাব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বহুদিন ধরেই চেষ্টা চলছে। বাংলায় সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে এবার।

প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফরের সময় ঘোষিত প্রকল্পটির জন্য রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেল এবং তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর বহুদিন ধরে ওই সংস্থার সাথে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। রাজ্যে ওই কারখানা তৈরির ঘোষণা সেই চেষ্টারই সুদূরপ্রসারী ফল। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে তেমনি এ রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের মেধা শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন। তিনি জানান, 'আমরা জমি তৈরি করে রেখেছি। ওনারা একটা জমি দেখেছেনও। দুবাইয়ের লুলু গ্রুপও আসছে। তাদের জন্যেও জমি দেখানো হয়েছে। এই সেন্টারটা হলে তা বিশ্বমানের হবে। আমাদের ট্যালেন্টকে কাজে লাগাতে পারবে। পরিকাঠামোটা মেধাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের ছেলে মেয়েরা খুবই দক্ষ। আমরা বলেছি জানুয়ারিতে একটা রোড ম্যাপ তৈরি করতে বিজিবিএস-এর আগে। এটা বাংলার জন্য একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট। আমরা খুব খুশি।'

আগামী বছরের ৫ এবং ৬ই ফেব্রুয়ারি পরবর্তী বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসছে। তার আগে বিনিয়োগকারী মার্কিন সংস্থা ও সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে ওই বিশেষ কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদিন মার্কিন কনসাল জেনারেলের সঙ্গে এই প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও আধিকারিকদের। রাজ্যের সামগ্রিক বিনিয়োগবান্ধব ভাবমূর্তি তার সামনে তুলে ধরা হয়েছে

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলায় প্রচুর চাকরি হচ্ছে। ৬টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর হচ্ছে। দু'টো পাওয়ার প্ল্যান্ট করছে রাজ্য সরকার। দু'টো বেসরকারি সংস্থাও তৈরি করছে। তিনি বলেন, 'জিন্দলরাও পাওয়ার প্ল্যান্ট করছেন সম্ভবত। আরও ২-৩টে স্টিল প্ল্যান্ট হচ্ছে। আমি তো গতকাল বর্ধমান রোড ধরে ফেরার সময় দেখলাম হুগলি, হাওড়া ভর্তি হয়ে গিয়েছে। দু'পাশে কোনও জমি খালি নেই। সব জায়গায় শিল্প হয়েছে। টোটালটাই ইন্ডাস্ট্রি।' বানতলা চর্মনগরীতে ৫ লক্ষ চাকরি ইতিমধ্যেই হয়েছে, আরও আড়াই লক্ষ কর্মসংস্থান হবে বলে জানান তিনি।

সম্প্রতি আমেরিকা সফরে গিয়ে সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্ট তৈরি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে আলোচনা সেরে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত তিন বছর ধরেই ওয়েবেলের আইটি বিভাগ এ নিয়ে কাজ করছে। যেহেতু দুই দেশের মধ্যে এই কাজ, তাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, 'এই যে সাফল্য এল তা আগামিদিনে বাংলার জন্য গর্বের। প্রচুর কর্মসংস্থান হবে।'

তিলজলায় শিশুকে যৌন নির্যাতন করে খুন

'বিরলের মধ্যে বিরলতম' ফাঁসির সাজা দিল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলজলায় সাত বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতন করে খুন করার ঘটনায় অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত। আলিপুরের বিশেষ পকসো আদালতে ওই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে তিলজলায় এই ঘটনা ঘটেছিল। শিশুর পরিবার জানিয়েছিল, সকালে সে একতলায় ময়লা ফেলতে নেমেছিল। তার পর থেকে শিশুটি নিখোঁজ হয়ে যায়। ওই বাড়ির অন্য একটি ফ্ল্যাট থেকে পরে শিশুটির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গ্যাস সিলিন্ডারের পাশে বস্তায় শিশুটির দেহ রাখা ছিল। আলিপুর আদালতে এক বছর ধরে মামলাটি বিচারাধীন ছিল। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। বিচারক তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এই মামলাটিকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' আখ্যা দিয়েছে আদালত।

২০২৩ সালের ২৬ মার্চের ঘটনা। ওই দিন সকালে ময়লা ফেলার জন্য নেমেছিল শিশুটি। তার পরে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। পুলিশের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ওঠে। পরে আবাসনে তল্লাশি শুরু হলে তেতলার ফ্ল্যাট থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় শিশুটির দেহ উদ্ধার করা হয়। শিশুটির উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছিল। তদন্তে জানা যায়, ময়লা ফেলে ফ্ল্যাটে ফেরার সময়ে অভিযুক্ত শিশুটির হাত ধরে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে যায় এবং যৌন নির্যাতন চালায়। পরে তাকে খুন করা হয়।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই ঘটনায় বিরলের মধ্যে বিরলতম। সাত বছরের শিশু, যার খেলা করার বয়স, নিজেকে বাঁচানোর সামর্থ্য তার ছিল না। সরকারি আইনজীবী মাধবী ঘোষ মাইতি বলেন, 'বড়দের কারও সঙ্গে নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে অনেকে তাঁর পোশাক বা চরিত্রের দিকে আঙুল তোলেন। এটা তো সাত বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে! তার খেলা করার বয়স। তাকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। মুখ চেপে ওকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে ধর্ষণ করা হয়। মেয়েটির বাঁচার অদম্য ইচ্ছা ছিল। সে আসামির হাতে কামড়ে দিয়েছিল। পালানোর জন্য ছটফট করেছিল। কিন্তু অত বড় মানুষের সঙ্গে সে পেরে ওঠেনি। তাই এটা বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা।'

স্বাস্থ্যক্ষেত্র নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্র করতে রাজ্য সরকার বদ্ধ পরিকর। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ক্ষেত্র নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর ফের একবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেকথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বৈঠকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধান, সিএমওএইচ, বিএমওএইচ, জেলাশাসক, পুলিশ সুপাররা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জেলায় জেলায় বন্যা পরিস্থিতি। তারমধ্যেও দ্রুত গতিতে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে।'

হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত সিসিটিভি, পানীয় জল, রেস্ট রুম, ওয়াশ রুম-সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে পিডব্লুউডির পাশাপাশি এখন থেকে হাসপাতালের অধ্যক্ষদেরও টেন্ডার ডেকে বাকি কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্কারের কাজে গতি আনতে পূর্ত দপ্তরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষদেরও সক্রিয় হতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এও জানান, হাসপাতালের সুরক্ষায় এখন থেকে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করার জন্যও তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ-সহ বিভিন্ন কারণে হাসপাতালে যেসব বহিরাগতরা আসছেন তাদের বিস্তারিত তথ্যও রাখতে হবে।

রোগী কল্যাণ সমিতিতে জনপ্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব ঘোষণা মতো রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিও যে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সেকথা স্পষ্ট করে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অধ্যক্ষেরাই এখন ওই সমিতির সভাপতি। সমিতিতে জুনিয়র ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তার, নার্সের এক জন করে প্রতিনিধি এবং জনগণের এক জন করে প্রতিনিধি থাকবেন। অর্থাৎ, কোনও রাজনৈতিক নেতাকে আর কোনও রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে দেখা যাবে না। সমিতিতে কারা কারা থাকবেন, তা-ও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সমস্ত সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে আগেই কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সুরজিৎ কর পুরকায়স্থর নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়া হয়েছিল। সেই কমিটি হাসপাতালের সুরক্ষা বিষয়টি চূড়ান্ত করবে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১২ হাজার পুলিশের রিক্রুটমেন্ট আটকে ছিল। সম্ভবত সোমবার এর অর্ডার আসবে। সেক্ষেত্রে হাসপাতালের সুরক্ষায় আরও জোর দেওয়া যাবে।' হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের প্রতিটি বিল্ডিং ও ফ্লোরে অ্যালার্মিং অ্যাপ সিস্টেম চালুর বিষয়েও এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সামনে পুজোর মরশুম। তার আগে রাত্তিবের সাথী অ্যাপ কীভাবে দ্রুত চালু করা যায়, তা নিয়েও এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে জেলা ভিত্তিক ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর পরিসংখ্যানও সংগ্রহ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্যা পরিস্থিতির জেরে বাড়তে পারে সাপের উপদ্রব। ফলে প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অ্যান্টি ভেনাম ইঞ্জেকশন, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে কিনা খোঁজ নেন। পরে মমতা বলেন, বন্যা পরিস্থিতির মাঝে কিছু এলাকায় ম্যালেরিয়া প্রকোপ দেখা দিলেও ডেঙ্গির সংক্রমণ এখনও অনেকটাই কম।

'হুমকি সংস্কৃতি', নজরে আরজি করের ১৩ জন সিনিয়র চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালের ১৩ জন সিনিয়র ডাক্তারের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিলেন কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের 'হুমকি সংস্কৃতি'তে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে। 'হুমকি সংস্কৃতি' নিয়ে হাসপাতালে যে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে, তাদেরই এই ১৩ জনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তও করতে বলা হয়েছে। তদন্তের রিপোর্ট চেয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বুধবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ১৩ জন চিকিৎসকের নাম জানিয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটিকে চিঠি দিয়েছেন হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন অধ্যক্ষ মানস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তার এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা এই ১৩ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত কমিটি ওই অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখুক। তদন্তে যা পাওয়া যাচ্ছে, রিপোর্ট আকারে তা যত দ্রুত সম্ভব আমাদের দিতে হবে। তদন্তে এই ডাক্তারদের বিরুদ্ধে পাওয়া নথিও আমাদের কাছে জমা দেবে কমিটি।' যে ১৩ জনের নাম তদন্ত কমিটিকে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাসপাতালের নির্যাতিতার ময়নাতদন্ত করা এক চিকিৎসকও। তাঁকে ইতিমধ্যে একাধিক বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে সিবিআই। এ ছাড়া, আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সিবিআই বাড়িতে হানা দিয়েছিল, এমন এক চিকিৎসকও রয়েছেন এই তালিকায়।

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে 'হুমকি সংস্কৃতি'

রাজ্যের কাছে হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে 'হুমকি সংস্কৃতি' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। উত্তরবঙ্গের একটি বিশেষ গোষ্ঠী (লবি)-র বিরুদ্ধে রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। কেন এই হুমকি সংস্কৃতি চলছে, রাজ্য সরকারের কাছে এ বিষয়ে হলফনামা চেয়েছে আদালত। আগামী নভেম্বর মাসে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। আরজি কর-কাণ্ডের আবহে অভিযোগ উঠেছে, উত্তরবঙ্গ, বর্ধমান এবং মালদহ-সহ রাজ্যের কয়েকটি হাসপাতালে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আরও অভিযোগ, এই হুমকির শিকার হচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। ওই হাসপাতালগুলিতে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর লোক এই ধরনের কাজ করছেন। পুরো বিষয়টির তদন্ত চেয়ে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন অর্চিষ্মান ভট্টাচার্য। আদালতের কাছে তাঁর আবেদন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে এ সবের তদন্ত করা হোক। এই বিষয়ে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষার উত্তরপত্র ফাঁস, শ্লীলতাহানি, দুর্নীতি, হয়রানির মতো অভিযোগ উঠছে রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে। আদালত এতে খুবই উদ্বিগ্ন। রাজ্যের আইনজীবী জানান, ওই অভিযোগগুলি জানার পরে পদক্ষেপ করা হয়েছে। অনেক অভিযুক্তকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অনেককে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। হাই কোর্ট জানিয়েছে, এ নিয়ে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং রাজ্য সরকারকে তা হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে। আগামী ২১ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বন্যার্তদের জন্য রাজ্যের পদক্ষেপের রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য রাজ্য সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে, জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আগামী ৩ অক্টোবর রাজ্যকে তা জানাতে হবে। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মামলা করেছিলেন আইনজীবী শঙ্কর দলপতি। গত সপ্তাহে নিম্নচাপের কারণে পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হয়েছিল। ডিভিসি জল ছাড়ার পরেই পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। রাজ্যের অভিযোগ, তাদের না জানিয়েই ডিভিসি জল ছাড়ায় বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই আবহে একটি চিঠি প্রকাশ্যে এসেছে। চিঠিতে জল ছাড়া হতে পারে বলে আটটি জেলার প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছিল। বিজেপির দাবি, রাজ্য সরকার নিজেদের বাঁধ থেকে জল ছেড়েছে সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করার আগেই। বন্যা নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যের চাপান-উতরের মাঝেই কলকাতা হাইকোর্ট জানতে চাইল, তিন জেলা, যেখানে বন্যার কারণে পরিস্থিতি বিপজ্জনক, সেগুলির জন্য কী পদক্ষেপ করেছে রাজ্য।

বদলি করতে পারে এসএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্যের শিক্ষক সংগঠন। বদলি নিয়ে হওয়া মামলায় শিক্ষকদের যুক্তি মান্যতা পেল না। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, স্কুল সার্ভিস কমিশন চাইলে যে কোনও জায়গায় বদলি করতে পারবে শিক্ষকদের। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেয়, বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চ। মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষকদের বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে এই মামলা হয়েছিল। আসলে এসএসসি-র একটি আইন নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে আপত্তি ছিল শিক্ষকদের। আইনে সংশোধন এনে শিক্ষকদের বদলির জন্য ১০ সি ধারা চালু করা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রশাসনিক বদলির ধারা কার্যকর করা হয়। সেই ১০ সি ধারা অনুযায়ী, রাজ্য সরকার চাইলে যে কোনও সময়, শিক্ষকদের যে কোনও জায়গায় বদলি করতে পারে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তবে বদলি হয় এসএসসি-র মাধ্যমে।

একদিনের ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই, মৃত এক

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর: ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারী বর্ষণের জেরে মুম্বই শহর এবং সংলগ্ন এলাকার বিস্তীর্ণ অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ব্যাহত হয়েছে ট্রেন এবং বিমান পরিষেবা। বুধবার বিকেল থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে একটু কমলেও আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্যোগ আপাতত কয়েক দিন চলবে। আন্ধেরিতে জলমগ্ন রাস্তায় খোলা ম্যানহোলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। পরিসংখ্যান বলছে মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় মুম্বইয়ে ১০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। অল্প সময়ে এত পরিমাণ বৃষ্টির কারণে বাণিজ্যনগরীর অধিকাংশ রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। ফলে বুধবার সন্ধ্যা থেকেই শহরের নানা প্রান্তে যানজট শুরু হয়। জল জমেছে মুম্বই বিমানবন্দরেও। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এখনও পর্যন্ত ১৪টি বিমান মুম্বইয়ে অবতরণ করতে পারেনি। স্পাইসজেট, ইন্ডিগো এবং ভিস্তারার মতো বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলি যাত্রীদের উড়ানসূচির দিকে নজর রাখার অনুরোধ জানিয়েছে। ট্রেনলাইনে জল জমায় ট্রেন পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে। মধ্য রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন লোকাল ট্রেনগুলি নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরিতে চলছে। বাতিল করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ট্রেন। পশ্চিম রেলের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়নি।

আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ ছত্তিশগড় এবং সংলগ্ন এলাকার উপরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। মূলত এর জেরেই আগামী কয়েক দিন কোঙ্কণ উপকূল এবং গোয়ায় বৃষ্টি চলবে। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি এবং হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

বিহারের পরীক্ষার্থীদের হেনস্তা

পুলিশের জালে দুই ভুয়ো আইবি অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজেদের আইবি অফিসার পরিচয় দিয়ে বিহার থেকে রাজ্যে পরীক্ষা দিতে আসা দুই যুবককে হেনস্তা। হেনস্তা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। হেনস্তার অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ তাদের পরিচয় খতিয়ে দেখে। তখনই দুই ব্যক্তির ভুয়ো পরিচয় সামনে আসে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, বিহার থেকে রাজ্যে পরীক্ষা দিতে আসা দুই যুবকের পরিচয়পত্র দেখতে চেয়ে রীতিমত হুমকি দেওয়া হয় তাদের। এমনকি, বিহার থেকে এরাজ্যে কেন তারা পরীক্ষা দিতে এসেছে তা জানতে চেয়ে তাদের গায়ে হাতও তোলা হয়। যুবকদের কাকুতি শোনার পরও কান ধরে তাদের ওঠবোস করতেও বাধ্য করা হয়। ভিডিওটি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি ভিডিওটি নিজের এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করার পর লেখেন, 'বাংলায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের জন্য রেড কার্পেট আর পরীক্ষা দিতে আসা বিহারের ছাত্রদের সঙ্গে মারপিট? এই ছাত্ররা কি ভারতের অঙ্গ নয়? মমতার সরকার কি শুধুমাত্র ধর্ষকদের বাঁচানো ঠেকা নিয়ে রেখেছে?' ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পরই রাজ্যের প্রশাসনের টনক নড়ে। পরে অভিযু দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তারা নিজেদের আইবি অফিসার পরিচয় দেয়। যদিও তাদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখার পর জানা যায় নিজেদের ভুয়ো পরিচয় দিয়ে বিহার থেকে আসা যুবকদের হেনস্তা করা হয়েছে। এরপরই তাদের গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এক্স হ্যান্ডলে জানান, 'বাংলা থেকে যুবক-যুবতীরা বিহার-উত্তরপ্রদেশে গিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন। এতে কি ক্ষতি হচ্ছে? সম্প্রতি বিহারে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাও দিতে গিয়েছেন। ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিক ভারতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন চাকরি করতে, ব্যবসা করতে। কিন্তু এই ধরনের নীচু মানসিকতা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য খুবই খারাপ। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজিপির বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৪১ নং এফিডেভিট বলে Nirmalya Mukhopadhyay S/o. Samirendra Kanta Mukhopadhyay ও Nirmalya Mukherjee S/o. Lt. S. K. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৪৩ নং এফিডেভিট বলে Santosh Saha S/o. Subal Chandra Saha ও Santosh Kr Saha S/o. Lt. S. Ch. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৪২ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Kumar Das S/o. Dariknath Das ও Prosanta Kr Das S/o. Lt. D. N. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৪ নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ১১৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Banashree Santra D/o. Bipin Santra নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sadiya Khatun D/o. Bipin Santra নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৪২১ নং এফিডেভিট বলে Dulal Chandra Paul S/o. Hazari Lal Paul ও Chandra Paul D S/o. H. L. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Papri Mukhopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Kunal Chakraborty ও K. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৪৪ নং এফিডেভিট বলে Manas Chakraborty S/o. Dhirendra Nath Chakraborty ও Dr Manas Chakraborty S/o. Lt. D. N. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **SRI RAKSHA A BAPAT** @ **SHREE RAKSHA** D/o Arun Bapat, residing at IIT Kharagpur, P.O.- IIT Techonology, P.S.- Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, PIN- 721 302, W.B, henceforth be known as **SRI RAKSHA A BAPAT** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 5462/23 Dated 19/09/2024. **SHREE RAKSHA** and **SRI RAKSHA A BAPAT** both are same and identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১০ আশ্বিন। শুক্র বার। দশমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী শনি মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ। মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(শহীদ ভগত সিং র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের মৃত্যু দিবস। বিশ্ব পর্যটন দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল **শ্রী রানাগোপাল দাস,** পিতা- মৃত শ্যামসুন্দর দাস, সাং সাধনপাড়া, পোঃ বহিরগাছি, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা নদীয়া, তিনি **শ্রী শৈবাল দাস,** পিতা দীপক দাস, সাং সাধনপাড়া, পোঃ বহিরগাছি, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে ইংরাজী ০৮.০৩.২০২১ তারিখের কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসের ৩০৬২/২০২১ নং আমমোক্তারনামা পাইয়াছেন। এক্ষনে তিনি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে ৯৯ নং নলদহ মৌজা, থানা কোতয়ালীর অধীন খতিয়ান নং ৪২৫৯ এবং ৩৯৩৮, দাগ নং ৪৩০৮ এবং ৪৩২৭, মোট পরিমাণ ১২২.৩৯৫২ শতক সম্পত্তির মধ্যে **(১) তরুন দাস,** পিতা- ধনপতি দাস, সাং ও পোঃ ময়দানপুর, থানা- ভীমপুর, জেলা নদীয়া-কে **০৪.১৩ শতক** সম্পত্তি ইংরাজী ১৮.০৬.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসের ৬০০৪/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা বলে বিক্রয় করিয়াছেন, **(২) শ্রীমতী গঙ্গা রায় পোদ্দার,** স্বামী- শ্রী সেন্টু পোদ্দার, সাং ঘূর্ণী ঘরামীপাড়া, পোঃ ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া-কে ০২.৪৭ শতক সম্পত্তি ইংরাজী ৩১.০৫.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসের ৫৪৮১/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা বলে বিক্রয় করিয়াছেন, **(৩) শ্রীমতী শর্মিলা পাল,** স্বামী- শ্রী দীপঙ্কর পাল, সাং খাঁপুর, পোঃ গোবরাপোতা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া-কে ০৪.৯৫ শতক সম্পত্তি ইংরাজী ০১.১২.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসের ১১৭৫৩/২৩ নং বিক্রয় কোবালা বলে বিক্রয় করিয়াছেন, **(৪) শ্রীমতী সোমা ঘোষ,** স্বামী- শ্রী অরুন কুমার ঘোষ, সাং ঘোষপাড়া পাবাখালি, পোঃ শিবনিবাস, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা নদীয়া-কে ৩.৪৮ শতক সম্পত্তি ইংরাজী ২০.০৩.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসের ৩১২০/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা বলে বিক্রয় করিয়াছেন, **(৫) শ্রীমতী সুনীতা সাও,** স্বামী- শ্রী জয়প্রকাশ সাও, সাং-বেথুয়াডহরী উত্তরপাড়া, পোঃ বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা নদীয়া-কে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি ইংরাজী ১২.০২.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসের ১৫৫৯/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা বলে বিক্রয় করিয়াছেন, **(৬) শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা মন্ডল,** স্বামী- শ্রী পল্টু মন্ডল, সাং নিজপাড়া, ভাবতা, পোঃ ও থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ-কে ৫.১২ শতক সম্পত্তি ইংরাজী ১১.০৩.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসের ২৬০৫/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা বলে বিক্রয় করিয়াছেন ও **(৭) শ্রীমতী অসিমা দাস,** স্বামী- শ্রী ভুলন কুমার দাস, সাং ও পোঃ স্বর্ণখালী, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা নদীয়া-কে ৩.৩৫ শতক সম্পত্তি ইংরাজী ০৯.০২.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসের ১৪৫০/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা বলে বিক্রয় করিয়াছেন। এই ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১ B.L. & L.R.O. অফিসে অথবা আমার সহিত ৮৯১৮৬০১২৩৭ এই নম্বরে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

শ্রেতম রায় (এ্যাডভোকেট)
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Betai -II Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity) P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 10/2024-25/BT-II/15TH SFC.** Last date of submission **02-10-2024 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www. wbtenders.gov.in**

S/d- Prodhan,
Betai -II Gram Panchayat.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)**ডঃ রামপদ ভট্টাচার্য্য** পিতা হরিপদ ভট্টাচার্য্য সাং ১১/৫/ই. কে. কে. ব্যানার্জ্জী রোড, পোঃ ও থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১ ২)**শ্রীমতী তনুজা ভট্টাচার্য্য** স্বামী কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচার্য্য সাং সাহেব বাগান সমবায় পল্লী, পোঃ ও থানা বালি, হাওড়া-৭১১২০৫ বিগত ইং- 09/01/2024 তারিখে পাণ্ডুয়া এ.ডি.এস.আর, হুগলী অফিসে I-121/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য** পিতা শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য সাং বৈঁচিগ্রাম পূর্বপাড়া, পোঃ বৈঁচিগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিগত ইং 13/09/2024 তারিখে পাণ্ডুয়া এ.ডি.এস.আর হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4800/2024 নং দলিল মূলে **দেবী ভট্টাচার্য্য** স্বামী দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য সাকিম ও পোঃ বৈঁচিগ্রাম, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১৩৫ মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা সারগড়িয়া, জে.এল.-23, হাল এল. আর 382 খতিয়ানে, 1)সাবেক তথা হাল 477 দাগে বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান 04 শতক, 2)সাবেক তথা হাল 901 দাগে বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান 04 শতক, 3)সাবেক তথা হাল 903 দাগে বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান 05 শতক, 4)সাবেক তথা হাল 945 দাগে বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান 08 শতক, 5)সাবেক তথা হাল 986 দাগে বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান 16 শতক। একুনে মোট ৫ টি দাগে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি তথা বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান 37 শতক।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **দেবী ভট্টাচার্য্য** স্বামী দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য**
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী কুহেলী সাহা, স্বামী - সুজিত সাহা, সাকিম ২১৭ গোয়ালা বাগান বস্তী, পোঃ শ্রীভূমি, থানা লেক টাইন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং – ১৭০০৪৮। বিগত ইংরাজীর ১৪/০১/২০১৬ তারিখে ডি. এস. আর. ১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-008/2016 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী সৌম্যদীপ্ত সাহা,** পিতা স্বর্গীয় সুশীল কুমার সাহা) সাকিম - পান্ডুয়া বেনেপাড়া, পোঃ ও থানা – পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯ ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমি ডি.এস.আর.-১ অফিসে I-৬২০৯/২০২৪ নং দলিল মূলে **হরেন মন্ডল,** পিতা-চারু মন্ডল সাকিম - মিরেপাড়া, পোঃ ও থানা-পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ মহাশয়কে বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করি।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা - হুগলী, থানা - পান্ডুয়া, মৌজা - বাগময়দান, জে. এল. নং ১০৯, হাল. এল. আর. ২৫২/১ খতিয়ানের হাল. এল. আর. ২২০ দাগে ১৮ শতক বালুখাদ আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি মধ্যে ৪.৯৫ শতক বিক্রয় করেন। এত দ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **হরেন মন্ডল** উক্ত খরিদা বালুখাদ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছে, ইহাতে কাহারও কোন আইনগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সৌম্যদীপ্ত সাহা**
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **ফুলুরানী দাস,** স্বামী- সঞ্জিৎ দাস, সাং- পাটুলী, পোঃ পূর্ববাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, কৃষ্ণনগর D.S.R. অফিসে বিগত ইং ২৭/০৭/২১ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ১ নং বহির ৬৬৫৮ নং আমমোক্তার দলিলমূলে **সুশ্যাম কুমার বিশ্বাস,** পিতা- চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, সাং ও পোঃ খামারশিমুলিয়া, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী বর্ণিত **তপশীল** জেলা নদীয়া, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত ৪৪ নং বাদকুল্লা মৌজাস্থিত L.R. ৩৯৯৫ নং খতিয়ানভুক্ত R.S. ও L.R. ২৫০৫ নং দাগে ৩.৫ শতক সম্পত্তি যাহা আমমোক্তারকৃত হইতেছে। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোনপ্রকার অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১ মাসের হাঁসখালী B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইনমোতাবেক কার্য্য হইবে।

নিরুপম বিশ্বাস (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট কোর্ট।

আমমোক্তার

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১) শ্রী ধীমান খাঁ, পিতা- শ্রী অশোক কুমার খাঁ, সাং- নবপল্লী, সিঙ্গুর, হুগলী বিগত ইং ২৭.১১.২০২০ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-112/2020 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী অশোক কুমার খাঁ, পিতা ঁভুবন চন্দ্র খাঁ, সাং-নবপল্লী, সিঙ্গুর, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং ১২.১২.২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. সিঙ্গুর হুগলী অফিসে ৫৯৫০/২০২৩ দলিল মূলে ১. সুরেন্দ কুমার দেব, পিতা ঁভবানী শঙ্কর দেব, ২. শ্রীমতি প্রেমলতা দেব, স্বামী সুরেন্দ কুমার দেব উভয়ের সাং ১/১২ গনপথ রাই খেমকা লেন, বালি, লিলুয়া, হাওড়া মহাশয় দিগকে বিক্রয় করেন।

তপশীল-জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা কিসমত অপূর্ব্বপুর, জে.এল.-৫১, হাল এল.আর. ২৯০৪ খতিয়ানে, বিক্রয়কৃত ৫৯৫০/২০২৩ নং দলিল মূলে এল.আর. ৫৬৯ দাগে ৪৬ শতক শুনা জমি এর মধ্যে ৩.৫২ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়কৃত হইতাছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা ১. সুরেন্দ্র কুমার দেব, পিতা ঁভবানী শঙ্কর দেব, ২. শ্রীমতি প্রেমলতা দেবী, স্বামী সুরেন্দ্র কুমার দেব নিজ নামে নামপত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাস মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

জগন্নাথ কোলে
অ্যাডভোকেট

নোটিশ

আমার মক্কেল **রীনা মুখার্জি,** স্বামী প্রয়াত শশাঙ্ক শেখর মুখার্জি , সাকিন ৮২, এম সি ঘোষ লেন, হাওড়া : ৭১১১০১। দলিল অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তি অবস্থিত ৮২, এম সি ঘোষ লেন, হাওড়া, সিট নং ১০, এলআর দাগ নং ৩০৫, খতিয়ান নং ৮৯২,জেএল নং ১, থানা এবং জেলা : হাওড়া, ১ বছর হল বাড়ি থেকে হারিয়ে গিয়েছে। **দলিল নং ১৯৭২, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০০৯, পৃষ্ঠা ২১৭ থেকে ২২২-১৯৭৯ সালের। তাঁর কাছে উক্ত দলিলের কেবল সার্টিফায়েড কপি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দলিল হারানো বিষয়ে হাওড়া থানায় ১৯/০৯/২০২৪ তারিখে জিডি নং ১৫২১ দায়ের করা হয়েছে।**

কোনও সহৃদয় ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া মূল দলিল পেয়ে থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭(সাত) দিনের মধ্যে উক্ত দলিল ফেরত দিতে পারলে উপকৃত হব।

শ্রী সায়ন সানা (অ্যাডভোকেট)
বালটিকুড়ি, কালীতলা, হাওড়া : ৭১১১১৩
ফোন : ৮৩৩৭০৭৬৫৫৮
ই-মেল : advsayan95@gmail.com
তারিখ : ২৭.০৯.২০২৪

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

(আমমোক্তার নামা)

১)**শ্রী অজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম ১৪নং কালিতলা রোড, থানা কসবা, কলিকাতা-৭০০০৭৮, ২)**শ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম ৩৩সি ওল্ড বালিগঞ্জ ফাস্ট লেন, থানা কড়েয়া, কলিকাতা-৭০০০১৯, ৩) **শ্রী সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** পিতা ৺সরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম ১২ নং এস. আর. দাস রোড, থানা বালিগঞ্জ, কলিকাতা ৭০০০২৩, ৪)**সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়,** পিতা সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিম পি৩৪ রাজা বসন্ত রায় রোড, থানা লেক, কলিকাতা ৭০০০২৯, বিগত ইং 28/11/1994 তারিখে ডি.এস.আর-II, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-23 নং দলিল বলে আমার মক্কেল **অসীম ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺মহাদেব ভট্টাচার্য্য সাকিম দমদমা, পোঃ আয়মানবাবপুর, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ১)বিগত ইং 07/12/1994 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-2403/1994 নং দলিল মূলে **লিয়াকত আলি মোল্লা** পিতা মরহুম আহম্মদ আলি মোল্লা সাকিম দমদমা, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়কে ৩৪ শতক বিক্রয় করেন। ২)বিগত ইং 07/12/1994 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-2404/1994 নং দলিল মূলে **মুসাম্মত মমতাজ বেগম** স্বামী লিয়াকত আলী মোল্লা সাকিম দমদমা, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়াকে ৩৩ শতক বিক্রয় করেন। ৩)বিগত ইং 07/12/1994 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-2405/1994 নং দলিল মূলে **ক)লিয়াকত আলি মোল্লা** পিতা মরহুম আহম্মদ আলি মোল্লা **খ)মুসাম্মত মমতাজ বেগম** স্বামী লিয়াকত আলী মোল্লা সাকিম দমদমা, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াকে ৩৩ শতক বিক্রয় করেন। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা আয়মানবাবপুর, জে.এল নং ৮৪, হাল ৪, ১৮, ১৬৯, ৫৩৯, ৫৬৩, ৫৭৬ নং কৃঃ খতিয়ানে, সাবেক ও হাল ৭০৯ নং দাগে শালি জমি ১০০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **ক)লিয়াকত আলি মোল্লা** পিতা মরহুম আহম্মদ আলি মোল্লা **খ)মুসাম্মত মমতাজ বেগম** স্বামী লিয়াকত আলী মোল্লা উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

(আমমোক্তার নামা)

১)শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২)শ্রীমতি শেফালী চক্রবর্ত্তী (গাঙ্গুলী), ৩)শ্রীমতী চাঁপারানী চক্রবর্ত্তী (ব্যানার্জ্জী), (৪)শ্রীমতী আল্পনা চক্রবর্ত্তী (দে), ১-৪ নং এর পিতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, **৫)শ্রীমতী ভারতী চক্রবর্ত্তী,** স্বামী স্বর্গীয় বিমল কুমার চক্রবর্ত্তী, **৬)শ্রী রাজীব চক্রবর্ত্তী,** পিতা স্বর্গীয় বিমল কুমার চক্রবর্ত্তী, **৭)শ্রীমত্যা কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী,** স্বামী স্বর্গীয় দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী, **৮)শ্রীমত্যা সরযুবালা চক্রবর্ত্তী, ৯)শ্রী নীলরতন চক্রবর্ত্তী, ১০)শ্রী অনন্ত চক্রবর্ত্তী, ১১)শ্রী তারাপদ চক্রবর্ত্তী, ১২)শরৎ চক্রবর্ত্তী, ১৩)শ্রীমতী সরস্বতী চক্রবর্ত্তী (গোস্বামী), ১৪)শ্রীমতী আভারানী চক্রবর্ত্তী, ১৫)শ্রীমতী রূপালী চক্রবর্ত্তী (চ্যাটার্জ্জী), ১৬)শ্রীমতী প্রভাতী চক্রবর্ত্তী, ১৭)শ্রীমতী মনিমালা চক্রবর্ত্তী (ভট্টাচার্য), ১৮)শ্রীমতী বুলা চক্রবর্ত্তী (ব্যানার্জ্জী),** ৮ নং এর স্বামী ও ৯-১৮ নং এর পিতা স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, **১৯)শ্রীমতী রিঙ্কু চক্রবর্ত্তী, ২০)শ্রীমতী সোমা চক্রবর্ত্তী,** স্বামী শ্রী দেবদুলাল চক্রবর্ত্তী, **২১)শ্রী সৌম্য চক্রবর্ত্তী,** ১৯ নং এর স্বামী ও ২০-২১ নং এর পিতা স্বর্গীয় সমীর কুমার চক্রবর্ত্তী, **২২)শ্রী সমীর চক্রবর্ত্তী, ২৩)শ্রী প্রবীর চক্রবর্ত্তী, ২৪)শ্রীমত্যা শান্তি গোঙ্গোপাধ্যায় (চক্রবর্ত্তী),** ২২-২৪ নং এর পিতা স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, **২৫)শ্রীমত্যা মীরা চক্রবর্ত্তী,** স্বামী স্বর্গীয় নারায়ন চক্রবর্ত্তী, **২৬)শ্রী স্বপন চক্রবর্ত্তী, ২৭)শ্রী মনোজ চক্রবর্ত্তী, ২৮)শ্রী সরোজ চক্রবর্ত্তী, ২৯)শ্রীমতী পূর্ণিমা চক্রবর্ত্তী, ৩০)শ্রীমতী প্রতিমা চক্রবর্ত্তী,** ২৬-৩০ নং এর পিতা স্বর্গীয় নারায়ন চক্রবর্ত্তী, ১ হইতে ১৮ ও ২২ হইতে ৩০ নং এর সাকিম গ্রাম পাঁচরখী, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০২। ১৯, ২০ ও ২১ নং এর সাকিম হরিদ্রাডাঙ্গা ধর্মতলা রোড, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৬, মহাশয়/মহাশয়া (বিক্রেতাগণ) বিগত ইংরাজী ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৩৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **১)শ্রী ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী ওরফে প্রবীর চক্রবর্ত্তী,** পিতা স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, **২)শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী,** পিতা স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, **৩)শ্রী অনন্ত চক্রবর্ত্তী,** পিতা স্বর্গীয় খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ১-৩ নং এর সাকিম গ্রাম পাঁচরখী, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন – ৭১২১০২ মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেলগণ বিগত ইং 28/09/2018 তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-13118/18 নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী রাধারানী মালাকার** স্বামী গোবিন্দ মালাকার, সাকিম ২নং কৃষ্ণপুর, পোঃ রবীন্দ্রনগর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩ মহাশয়াকে ২ কাঠা ০৪ ছটাক ২৯ বর্গফুট বিক্রয় করেন। অতঃপর **শ্রীমতী রাধারানী মালাকার** স্বামী গোবিন্দ মালাকার উক্ত খরিদা নিম্ন **তপশীল** ভুক্ত সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং 09/01/2023 তারিখে ডি.এস.আর.-I হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-251/2023 নং দলিল মূলে **শ্রী সহদেব দত্ত** পিতা বীরেন দত্ত, সাকিম ২১-৬-২২৩ ঘনসীবাজার, পোঃ হায়দ্রাবাদ, থানা চারমিনার, জেলা হায়দ্রাবাদ, পিন ৫০০০০২ মহাশয়কে ২ কাঠা ০৪ ছটাক ০৭ বর্গফুট সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা পাঁচরখী, জে. এল নং ৬৯, হাল এল.আর. ৩০, ৮৬, ৯৮, ২৪০,২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ৪০৯, ৪১০ ও ৫১১ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৫৯ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ০৮ শতকের মধ্যে বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান ১ কাঠা ১৪ ছটাক ১১ বর্গফুট ও হাল এল.আর. ১১, ২০, ৩০, ৪৭, ৭০, ৮৬, ৯৮, ১৫৩, ১৮৬, ২৩৭, ২৪০, ৪০৯, ৪১০, ৫১১ ও ৫৩৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬৬০ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ৩৯ শতকের মধ্যে বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান ০৫ ছটাক ৪১ বর্গফুট। একুনে দুইটি দাগে মোট বিক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমান ২ কাঠা ০৪ ছটাক ০৭ বর্গফুট হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সহদেব দত্ত** পিতা বীরেন দত্ত, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

॥ নোটিশ ॥

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর।
২য় সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) আদালত।
T.S. No.-141/2021
শ্রী লক্ষীকান্ত মান্না .... বাদী
বনাম
শ্রী কাজল মান্না দীং .....বিবাদীগন

প্রতিঃ-
৩) শ্রী অরুন মান্না, পিতা-ঁবিনোদ বিহারী মান্না সাং-কুইকোটা, আদিবাসী পাড়া, জেলপুকুর, উত্তরপাড়, মিউনিসিপ্যালিটি-মেদিনীপুর, ওয়ার্ড নং-২, পোঃ + থানা- মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১০১।

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যায় যে, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমার বাদী নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে declaration, partition and injunction এর প্রার্থনায় অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। আপনি ৩ নং বিবাদী আপনার কোনো আপত্তি/জবাব থাকিলে আগামী ইং **১৯/১১/২৪ তারিখে বেলা ১০.৩০ মিঃ** সময় উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় আইনানুগভাবে কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

District-Paschim Medinipur, P.S.- Midnapur, Mouza-Kuikota, J.L. No.- 169, Midnapur Municipality. Ward No. 2. Holding No.- N/H-1021/ 1057/406, R.S. Kh. No- 511, L.R. Kh. No.- 959

R.S. Plot No.	L.R. Plot No.	Area
1/604	59	29 dec. recorded area 27 dec.

অনুমত্যানুসারে
সুপ্রিয় পাত্র (সেরেস্তাদার)
মেদিনীপুর ২য় সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ)
আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর।25/09/24

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

পুজোর সময় আবহাওয়া নিয়ে দোলাচলে আবহবিদরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবহাওয়ার বিরাট খামখেয়ালিপনায় এবারও বোধ হয় পুজোর আনন্দে জল ঢালতে চলেছে বৃষ্টি। গত কয়েক বছর ধরে এমনটাই হয়ে আসছে। এর মধ্যেই আবহাওয়ার সর্বশেষ আপডেট দক্ষিণবঙ্গবাসীর কপালের ভাঁজ আরও গভীর করল।

আবহাওয়াবিদদের একাংশ জানাচ্ছেন, লা নিনার প্রভাব সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে শুরু হতে পারে। যার প্রভাব থাকতে পারে আগামী কয়েক মাস। প্রশান্ত মহাসাগরে তৈরি হওয়া এই বিশেষ পরিস্থিতির ফলে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে অক্টোবরের শুরুতেই দুর্গাপুজো। ফলে এই প্রশ্ন উঠছে, এই লা নিনার জেরে ঝড়-বৃষ্টিতে দাপটে ভেস্তে যেতে পারে দুর্গাপুজো কি না তা নিয়ে। আবহবিদদের একাংশ মনে করছেন, পুজোর সময়েই আবহাওয়ার বড়সড় পরিবর্তন হতে চলেছে। সঙ্গে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, বৃষ্টিতে ভাসতে চলেছে দুর্গাপুজো। মহালয়া থেকে দশমী পর্যন্ত বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। পুজোর প্রতিটি দিনই কমবেশি বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দফতর থেকে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, দুর্গাপুজোর সময় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হবে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। পুরো পুজোটাই বৃষ্টির কারণে ভেস্তে যেতে পারে বলে মনে করছেন আবহবিদদের একাংশ। এদিকে মঙ্গলবার থেকে টানা বৃষ্টি চলছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা উপকূলের কাছে পশ্চিম-মধ্য এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি ছিল, তা আরও পশ্চিম দিকে সরেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ ছত্তিশগড়ে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত এবং কোঙ্কন থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অক্ষরেখা রয়েছে যা ছত্তিশগড়ের ঘূর্ণাবর্তের উপর দিয়ে বিস্তৃত। এই অক্ষরেখার প্রভাবেই বৃষ্টি হবে বাংলা, বিহার, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডে। তবে আবহবিদরা অপর এক অংশ জানাচ্ছেন, পুজোর সময় ঠিক কেমন থাকবে আবহাওয়া, তা এখন থেকেই বলা সম্ভব নয়, সুতরাং এখন থেকেই হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

'ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'র দুর্গাপুরের বর্ধমান জোনাল অফিস 'হিন্দি দিবস' দিবসরে আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জোনাল ম্যানেজার শ্রী প্রভাত কুমার সিনহা। এদিন হিন্দি ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি।

হাওড়া রিজিওনাল কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বেঙ্গল সার্কেলের প্রশাসনিক জোনাল কমিটি হাওড়া রিজিওনাল কমিটি ২-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। শ্রীরামপুর স্টেট ব্যাংকের ভেতরে এই সভা হয়। সভা থেকে আরজি কর হাসপাতালের নিহত চিকিৎসক তরুণীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পাশাপাশি ব্যাঙ্কের ওপর আঘাত ও দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা হয়। বক্তব্য রাখেন বেঙ্গল সার্কেলের জেনারেল সেক্রেটারি শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ডি জি এস কম প্রবীর সরখেল, হাওড়া মডিউল সি আর এস ইন্দ্রনীল পাইন, হাওড়া মডিউল প্রেসিডেন্ট পার্থ ঘোষ, এ জি এস হাওড়া মডিউল সুবীর চৌধুরী, রিজিয়ন ২ হাওড়া রিজিওনাল সেক্রেটারি অনির্বাণ নাথ, রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট অতনু চট্টোপাধ্যায়, রিজিওন ২ হাওড়া রিজিওনাল ম্যানেজার অঞ্জনি কুমার।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোন আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান করবে। বিভিন্ন গ্রামীণ ও মফসল শাখার গ্রাহকদের নিয়ে গ্রাম সভার আয়োজন করা হয়। দুর্নীতিবিরোধী, ঘুষ-বিরোধী এবং ডিজিটাল জালিয়াতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির পাঠ দেওয়া হয় গ্রামের মানুষকে।

ইএম বাইপাসে বৃষ্টির জলে জলমগ্ন রাস্তা (হাইল্যান্ড পার্ক)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু মাল্যদান করলেন কলেজ স্কোয়ারের মূর্তিতে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১০ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সরাসরি নিয়ন্ত্রণের আইন আনতে চাইছে কেন্দ্র: বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লিতে সারা ভারত অধ্যক্ষ সম্মেলনে বিরোধিতা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সরাসরি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ করছে বলে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। সম্প্রতি নয়া দিল্লিতে সারা ভারত অধ্যক্ষ সম্মেলনে লোকসভার অধ্যক্ষ মারফত এমন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। ওই সম্মেলন থেকে ফিরে বৃহস্পতিবার বিমান বাবু বিধানসভা ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস পালনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ওই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি আইন প্রণয়নের কথাও ভাবছে। তবে তিনি এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যের অধ্যক্ষ এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্যও রয়েছে। বিমান বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'পঞ্চায়েত সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। লোকসভার স্পিকার তা, স্পিকার কনফারেন্সে প্রস্তাব করেন। আমি সেখানে আপত্তি জানিয়েছি। কেন্দ্র সরাসরি রাজ্যকে বাদ দিয়ে কাজ করতে চায়। ওরা রাজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চায়। এই সব তার পরিকল্পনা। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যের অধীনে অত্যন্ত ভাল ভাবে চলছে।' অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতি সক্রিয়তার অভিযোগ নিয়েও অধ্যক্ষ সম্মেলনের মঞ্চে সরব হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন বিমানবাবু। তাঁর অভিযোগ, 'আস্তে আস্তে আমাদের রাজ্যে বাংলায় নানা প্রভাব খাটাতে চাইছে। রাজ্যের নানা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। এটা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর উপর আঘাত। এবার না কোনও দিন বলে বসে বিধানসভা পরিচালনা করবে কেন্দ্র। এমএলএ, এমপি আমাদের বাংলায় কীভাবে কাজ করবে। বাংলায় কথায় কথায় তাদের বাড়িতে পাঠানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এরা কাজ করবে কী করে? এরা তো সবাই আতঙ্কে থাকছে। মানুষের জন্য ভয় ভীতিহীন ভাবে কী করে কাজ করবে। আমাদের বিধানসভায় এটা বেশি করে হচ্ছে। এটা যথাযথ নয়।'

টানা বৃষ্টি, ফের জল ছাড়ছে ডিভিসি বন্যা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিম্নচাপের প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে একাধিক নদীতে জলস্তর বাড়ায় ডিভিসি তাদের বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়িয়েছে। এর জেরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বন্যা পরিস্থিতির ফের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিন সকালে ৮টার পর মাইথন থেকে ১০ হাজার কিউসেক ও পাঞ্চেত থেকে ১২ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে ৩৬ হাজার ৫৫০ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। মুষলধারে বৃষ্টি ও ডিভিসির জল ছাড়ার কারণে হাওড়া ও হুগলির কিছু অংশে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসারে ডিভিসি আরও জল ছাড়তে হতে পারে। এদিকে লাগাতার বৃষ্টিতে কংসাবতী, হলদি ও রূপনারায়ণে জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে বলে সেচ দফতর সূত্রে জানা গেছে। এর জেরে পূর্ব মেদিনীপুরের বন্যা কবলিত এলাকায় মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়তে পারে।

এদিকে বন্যা ও ভাঙ্গন কবলিত মালদার মানিকচক ব্লকের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকারের ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল সেখানে পৌঁছেছে। বিগত কয়েক দিন ধরেই গঙ্গার জলে প্লাবিত মানিকচকের ভূতনির তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জানা গেছে ওঙ্কার সিং মিনার নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার মানিকচক পৌঁছয় রাজ্যের পরিদর্শক দল। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা ডক্টর দীপঙ্কর মাঝি, সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ এবং সচিব ও ডব্লিউবিআরআইডিডি দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার এই প্রতিনিধি দলে আছেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক সপ্তাহে নিম্নচাপের বৃষ্টির পর ডিভিসির জল ছাড়ায় একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ম্যান মেড বন্যা নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। পুজোর মুখে একনাগাড়ে ডিভিসি জল ছাড়ার কারণে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। ইতিমধ্যেই চাষের জমি জলের তলায়। জল জমেছে নিচু এলাকাতেও। ডিভিসির জল ছাড়ার কারণে আবারও প্লাবিত হতে পারে বহু জেলা।

কলকাতার আকাশে ইরাকি এয়ারওয়েজে প্রাণ গেল কিশোরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার আকাশে মর্মান্তিক ঘটনা। বুধবার রাতে 'ইরাকি এয়ারওয়েজে'র আই এ ডব্লু ৪৭৩ বিমানে মাঝ আকাশেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন ১৭ বছরের এক কিশোরী। এদিকে গন্তব্য তখনও অনেক বাকি। এই ঘটনা দ্রুত পাইলটকে জানান কেবিন ক্রুয়েরা। এরপরই নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তড়িঘড়ি নামানো হয় বিমান। কিশোরীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন চিকিৎসকেরাও। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি। নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্রে খবর, 'ইরাকি এয়ারওয়েজে'র আই এ ডব্লু ৪৭৩ বিমানটি বাগদাদ থেকে চিনের গুয়াংজু যাচ্ছিল। কলকাতার আকাশ দিয়ে যখন বিমানটি যাচ্ছে, সেই সময়ই ইরাকের নাগরিক, বছর ১৭ কিশোরী ডেকান সমীর আহমেদ অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

বিমানের আসনে তাকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সহকারী যাত্রীরা কেবিন ক্রু-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর তা পাইলটে জানানো হলে পাইলট দ্রুত দমদম এটিসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর বিমানটি জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করার অনুমতি দেওয়া হয় কলকাতায়। এরপরই বুধবার রাত ১০টা ৮ মিনিট নাগাদ বিমানটি দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ৭ নম্বর পার্কিং বে-তে দাঁড় করানো হয় বিমানটিকে। বিমানবন্দরে নিযুক্ত চিকিৎসকেরা দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে যায় ওই বিমানে। প্রাথমিক চিকিৎসায় কিশোরীর কোনও রকম সাড়া না পাওয়ায়, দেরি না করে এয়ার ইন্ডিয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে অপারেশন গেট ৫ নম্বর থেকে বের করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিশোরীকে। সেখানে চিকিৎসকেরা কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে বিমানটি রাত ১টা ১৮মিনিটে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হয়। এরপর ওই বিমানযাত্রীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ।

ছাত্র ভোট-সহ সাত দফা দাবি নিয়ে ফের মুখ্যসচিবকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আংশিক দাবি পূরণ এবং সরকারি আশ্বাস মেলায় সাধারণ মানুষের মুখ চেয়ে কাজে ফিরেছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তবে দাবি এখনও অনেকাংশই পূরণ হয়নি। পুজোর মুখে এবার সেই কথা মনে করিয়ে ফের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে চিঠি দিল জুনিয়র ডাক্তাররা। সেখানে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে 'থ্রেট কালচার' মুছে ফেলা থেকে ছাত্র ভোট-সহ ৭ দফা দাবির কথা জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্ট।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সেখানে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সেই সাত দফা দাবির কথা স্মরণ করিয়ে মুখ্যসচিবকে ইমেল পাঠালেন তাঁরা।

থ্রেট কালচারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্তে কেন্দ্রীয়স্তরে কমিটি গঠন করতে হবে। প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক পড়ুয়া এবং আবাসিক ডাক্তারদের নিয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। সব মেডিক্যাল কলেজে ২ মাসের মধ্যে ছাত্রভোট করিয়ে রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন এবং ছাত্র সংসদ গঠন করতে হবে। থ্রেট কালচারে মদতদাতা এবং স্বাস্থ্য প্রশাসনের সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্যদের বিরুদ্ধে ৭ দিনের মধ্যে পদক্ষেপ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সব মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে। ৭ দিনের মধ্যে র‍্যাগিং বিরোধী কমিটি, হস্টেল কমিটি, হাউস স্টাফ সিলেকশন কমিটি গঠন করতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকলের স্বচ্ছ পদ্ধতিতে বদলি করতে হবে। এর পাশাপাশি প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই সমস্ত দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সরব হলেন ডাক্তারা।

উল্লেখ্য, জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মেনে ইতিমধ্যেই হাসপাতালগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। আর জি কর-সহ অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলোতে সিসিটিভি লাগানো, প্যানিক বাটন ইনস্টল করার কাজ চলছে। রাতে মহিলা চিকিৎসকদের সুরক্ষাও জোরদার করা হচ্ছে। তবে বাকি বিষয়ে এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি জুনিয়র চিকিৎসকদের। এখন দেখার ফের কোন পথে হাঁটেন তাঁরা।

এবছর পুজোয় বিদ্যুতের চাহিদা থাকবে সর্বাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবছর পুজোর দিনগুলিতে বিদ্যুতের চাহিদা সর্বাধিক রয়েছে বলে আগেই জানিয়ে দিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, এই বছর পুজোর দিনগুলোতে বিদ্যুতের চাহিদা সর্বাধিক রয়েছে। এই চাহিদা ১০,৪০০ মেগাওয়াট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎমন্ত্রী এও জানান, গোটা বর্ষাকালজুড়েই দিনভর কন্ট্রোল রুম খোলা ছিল। গত দু'মাস ধরে এই কন্ট্রোল রুম চলছে। পুজোর জন্য এই কন্ট্রোল রুমকে ব্যবহার করা হবে। জগদ্ধাত্রী পুজোর শেষ পর্যন্ত এই কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে।

এদিন বিদ্যুৎমন্ত্রী এও জানান, ২০১১ সালে যখন অস্থায়ীভাবে দুর্গাপুজো হত, তখন ২০ হাজার ৯৭০টি পুজো কমিটিকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হত। ২০২৩ সালে সংযোগ দিতে হয়েছে ৪৭ হাজার ২৭৫টি পুজো কমিটিকে। রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এ বছর সমস্ত পুজো প্যান্ডেলে বিদ্যুতের বিলে ৭৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর ধারনা, অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ আবেদনের সংখ্যা এই বছর গত বছরের তুলনায় ৪৭,২৭৫ কেও ছাড়িয়ে যাবে। পুজোর সময় রাজ্যজুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে দিনভর ১৫৯১টি অফিস খোলা থাকছে।

এবারের পুজোয় বিদ্যুৎ পরিষেবায় যাতে কোনও ধরনের বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দিনভর মোবাইল ভ্যান পরিষেবা থাকবে। মোট মোবাইল ভ্যান সংখ্যা থাকবে ৩,৩৭৮টি। পাশাপাশি পর্যাপ্ত আধিকারিক ও বিদ্যুৎকর্মীও থাকবেন। এছাড়াও বিদ্যুৎ ভবনে ২টি কন্ট্রোল রুম সবসময় খোলা থাকবে পুজোর সময়। যার যেখানে যখন অসুবিধা হবে কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করতে পারবেন। কন্ট্রোল রুমগুলির নম্বর হল ৮৯০০৭৯৩৫০৩ এবং ৮৯০০৭৯৩৫০৪। সিইএসসি-র নম্বর হল ৯৮৩১০৭৯৬৬৬ এবং ৯৮৩১০৮৩৭০০।

একইসঙ্গে বিদ্যুত পরিষেবায় গতি আনতে এবার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। এই নম্বরের মাধ্যমে একাধিক বিষয়ে জানতে পারবেন গ্রাহকরা। নম্বরটি হল ৮৪৩৩৭১৯১২১। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবাই এখন দেওয়া হয়। সিইএসসি ইতিমধ্যেই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে এ ধরনের পরিষেবা দেয়। এবার ডব্লুবিএসইডিসিএল পরিষেবা দেবে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে।

এদিকে সমস্ত পুজো কমিটিগুলির কাছে আবেদন করা হয়েছে, বিদ্যুৎ দফতরের পক্ষ থেকে সঠিক চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুতের তারের নিচে কোনও স্থানে প্যান্ডেল করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হয়েছে। মণ্ডপের লোক সমাগম স্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে মণ্ডপের বিদ্যুৎ সংযোগ রাখতে বলা হয়েছে। কোথাও কাটা তার ব্যবহার করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

বামেদের আন্দোলনকে কুর্নিশ অধীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলায় একদিকে যখন আরজি করের বিচারের দাবিতে বামেদের আন্দোলন চলছে, ঠিক সেই সময়েই কংগ্রেসের ধরনা মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে দেখা যাচ্ছিল প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকেও। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার একবারে শেষ লগ্নে নিজের বক্তব্য শুরু করেন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এই সদস্য।

প্রদেশ নেতৃত্বে পালাবদলের পর এখনই নতুন করে আনুষ্ঠানিকভাবে বামেদের সঙ্গে জোট এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অধীরের পক্ষে সুযোগ না থাকলেও পাশেই মীনাক্ষীদের বাম মঞ্চকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাতে দেখা গেল অধীরকে। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে স্পষ্ট ভাষায় বার্তা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর তরফ থেকে বাম-কং জোটের উষ্ণতা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

মঞ্চ থেকেই অধীর বলেন, 'আন্দোলনের নেত্রী মীনাক্ষী পাশের মঞ্চে রয়েছেন। তাদের কর্মীরা এসেছেন। তাদের অভিনন্দন জানাই। উভয়ের আন্দোলনের বক্তব্য এক, ধরন হয়তো আলাদা। উদ্দেশ্যও এক।'

প্রসঙ্গত, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম কোনও কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুভঙ্কর সরকার। এদিনের ধর্না মঞ্চ থেকে তিনি বিজেপির সুরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি তোলেন।

নতুন ওসি পেল টালা থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের সংবাদ শিরোনামে এসেছে টালা থানা। কারণ, এই থানার অধীনেই পড়ে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ। সেই থানাতেই এবার দায়িত্বে এলেন নতুন অফিসার-ইন-চার্জ। লালবাজার সূত্রে খবর, মলয়কুমার দত্তকে এবার টালা থানার ওসি-র দায়িত্ব দেওয়া হল।

প্রসঙ্গত, গ্রেফতার হওয়ার আগে গত ৪ সেপ্টেম্বর অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিজিৎ। বুকে যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তিও হন তিনি। তারপরই অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মলয় দত্তকে। পরে আরজি কর কাণ্ডে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে সেই অভিজিৎ মণ্ডলের নাম। এরপরই টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে চিকিৎসক তরুণীকে খুন ও ধর্ষণ-কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে জেলে আছেন তিনি। এর আগে মলয়বাবু কলকাতার শ্যামপুকুর থানার অ্যাডিশনাল ওসি হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মলয় দত্তের নাম জানানো হয়।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিজিৎ মণ্ডল। এরপর থেকে প্রেসিডেন্সি জেলের হাসপাতালে ভর্তি আছেন তিনি। ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বলে জেল সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বুধবার শিয়ালদহ আদালতে হাজির করানো হয়েছিল অভিজিৎ মণ্ডলকে। জানা যাচ্ছে, আদালত থেকে বেরনোর পর প্রিজন ভ্যানে ওঠার সময়ে আচমকাই হোঁচট খান অভিজিৎ। এক পুলিশ কর্মীকে তাঁকে পড়ে যাওয়া থেকে আটকান। এরপরই অসুস্থতা বোধ করতে থাকেন অভিজিৎ। এদিকে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা রয়েছে। সেই কারণেই চিকিৎসাধীন প্রেসিডেন্সি জেল হাসপাতালে ভর্তি আরজি কর কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল।

কলকাতা পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। আদালত সূত্রে খবর, পুলিশ কমিশনারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কলকাতা পুলিশের থানা এলাকায় ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত জমায়েত করা যাবে না। সঙ্গে এ নির্দেশও দেওয়া হয়, এক জায়গায় পাঁচজনের বেশি একত্রে চলাফেরা করতে পারবেন না বা দাঁড়াতে পারবে না।

দুর্গাপুজোর সময় কলকাতা শহরে আদৌ মানুষের জমায়েত হোক, সে ব্যাপারে রাজ্য কী চায় এই প্রশ্ন তুলেই মামলা হয়েছে হাইকোর্টে। এরপরই আদালত মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয়। প্রসঙ্গত, শহরের একটা বড় অংশে পাঁচজনের বেশি জমায়েত করতে পারবে না বলে বুধবারই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। বউবাজার, ধর্মতলা, হেয়ার স্ট্রিট-সহ একাধিক জায়গায় জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশ নিয়েই দায়ের করা হয় মামলা। প্রতিবারই দুর্গাপুজোয় কলকাতা শহরে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন। প্যান্ডেল পরিক্রমায় দলে দলে মানুষ রাস্তায় বেরোন। ফলে, সেই সময়ে জমায়েত না করতে দিলে, সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়তে পারে বলেই প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রসঙ্গ বলে রাখা শ্রেয়, বুধবার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা একাধিক দুর্গাপুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে আয়োজকরা গণ্ডগোলের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তবে বৈঠকের পর পুলিশ কমিশনার আশ্বাস দেন, কলকাতায় যাতে শান্তিপূর্ণভাবেই পুজো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, তার জন্য নজরদারি চালানো হচ্ছে।

অবশেষে বঙ্গে এল পদ্মাপাড়ের ইলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। উৎসব মরশুমে ভোজন রসিক বাঙালিদের জন্য সুখবর। মহালয়ার আগেই বঙ্গে এল পদ্মাপাড়ের ইলিশ। বৃহস্পতিবার বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বেশ কয়েক টন ইলিশ ঢুকল এদেশে। জানা গিয়েছে, প্রথম গাড়িতে ৪ টন রুপোলি শস্যের আগমন ঘটেছে। পরবর্তী গাড়িগুলিতে প্রায় ২০ টন ইলিশ আসার কথা ছিল। বলা হচ্ছে, শুক্রবার থেকেই বাজারে মিলবে পদ্মার ইলিশ। দাম হতে পারে কেজি প্রতি ২০০০ টাকা বা তারও বেশি।

বেনাপোল বন্দর থেকে পাওয়া সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০০০ টন ইলিশ রপ্তানির প্রথম চালানে ৪ টন অর্থাৎ ৪ হাজার কেজি মাছ এসেছে। দুটি ট্রাকে করে ইলিশবোঝাই ২০০ বাক্স মাছ বুধবার বিকেলে বেনাপোল বন্দরে পৌঁছে যায় রপ্তানির জন্য। মৎস্য দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে বৃহস্পতিবার পেট্রাপোল দিয়ে ঢুকেছে এপার বাংলায়। নতুন ও পুরনো সব আবেদনপত্র এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে ইলিশ রপ্তানির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। শর্তে বলা হয়েছে, অনুমতির মেয়াদ কার্যকর থাকবে আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত।

শুক্রবার থেকেই পদ্মার সুস্বাদু ইলিশ পাতে পড়বে বঙ্গবাসীর। বলা হচ্ছে, কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের বাজারগুলিতে মিলবে পদ্মা পাড়ের ইলিশ।

বৃহস্পতিবার বেনাপোল বন্দর দিয়ে ২ হাজার ৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির মধ্যে প্রথম চালানে মোট ১৮ মেট্রিক টন অর্থাৎ ১৮ হাজার কেজি ইলিশ মাছ আসে। প্রতি কেজি মাছের রপ্তানি মূল্য পড়ছে ১০ মার্কিন ডলার। যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১২০০ টাকা। আর ভারতীয় মূল্যে ৮৪০ টাকা। সেই নিরিখে বাজারে পদ্মার ইলিশের দাম নির্ধারিত হবে। পরে আরও ইলিশ ঢুকবে। ফলে বাজারে জোগান বাড়বে। আর জোগান বাড়লে দামও খানিকটা কমতে পারে। ফলে উৎসবের মরশুমে বাঙালি পদ্মার রুপোলি শস্যের স্বাদ পেতে পারেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

‘মিশন মৌসম’ ভবিষ্যতে আমাদের জানিয়ে দেবে সঠিক আবহাওয়ার পূর্বাভাষ

এ দেশ অনেক কিছুতেই পিছিয়ে, তার মধ্যে জলবায়ুর পূর্বাভাস একটি। তাই অনেক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকার হাত গুটিয়ে বসে নেই। ‘মিশন মৌসম’ নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যেখানে আগামী দু’বছরে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২০০০ কোটি টাকা। এই মিশনের মূল লক্ষ্য, ভারতকে একটি ‘আবহাওয়া প্রস্তুত’ এবং ‘জলবায়ুগত ভাবে স্মার্ট’ দেশে রূপান্তরিত করা। প্রাথমিক লক্ষ্য হল আবহাওয়ার চরম ঘটনা এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের ক্ষমতা বাড়ানো। উদ্যোগটি বায়ুমণ্ডলীয় পর্যবেক্ষণের বিশদ প্রতিচ্ছবি পাঠাবে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের আরও সূক্ষ্ম ও উন্নত বিশ্লেষণ করবে। মনে রাখা দরকার, বর্তমানে একই সময়ে, জলবায়ু পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলকে আরও বিশৃঙ্খল করে তুলছে, যার ফলে বিচ্ছিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত আর ছোট এলাকায় খরা একযোগে তৈরি করছে। মেঘ-ভাঙা বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ঝড় ঘটে চলেছে, যার সম্পর্কে জ্ঞান সীমিত। এই জটিল বিষয়গুলি বোঝার জন্য মেঘের অভ্যন্তরে এবং বাইরে, পৃষ্ঠে, উপরের বায়ুমণ্ডলে, মহাসাগরের উপরে এবং মেরু অঞ্চলে ঘটতে থাকা প্রক্রিয়াগুলির সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। সেই জ্ঞান অর্জন এই মিশনের লক্ষ্য। এটা তো রাতারাতি সম্ভব নয়। ধাপে ধাপে এগোতে হবে। পাঁচ বছরের মিশন দু’টি ধাপে বাস্তবায়িত হবে। তাই যদি এখনই মনে করা হয় যে, ‘মিশন মৌসম’-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়া মুশকিল, তা হলে তাকে নেতিবাচক ভাবনা বলেই মনে হয়। উল্লেখ্য, এক সময় এ দেশে আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়ে নানা রকম তামাশা করা হত। কারণ, প্রযুক্তির অভাবের জন্য প্রায়শই আবহাওয়ার খবর মিলত না। তাই সে সময় জনমানসে আবহাওয়ার খবরে বিশ্বাস ছিল না। সে চিত্র অনেকাংশেই পাল্টে গেছে। এখন আবহাওয়া দফতরের দেওয়া ঝড় বৃষ্টির অনেক আগাম খবর পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। তেমনই ‘মিশন মৌসম’-এর গবেষণাকৃত কাজের সুফলও নিশ্চিত ভাবে মিলবে।

শব্দবাণ-৫৭

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. উদারহৃদয় ৩.অযথা না করাই ভালো ৫. ধুকধুকি ৭. কক্ষ, ঘর ৮. পয়গম্বর ১০. চিত্তবৃত্তি, প্রবণতা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অন্যান্য, অপরাপর ২. ছোট একধরনের বন্দুক ৩. সন্দেহ , অবিশ্বাস ৪. ব্রহ্মা ৬. ঘুরে ঘুরে পাহারা ৯. চৌধুরী অভিনেত্রী।

সমাধান: শব্দবাণ-৫৬

পাশাপাশি: ১. উৎক্রম ৩. খেলাপ ৪. গারদ ৬. তিহার ৯. তরল ১০. মরুত্থান।

উপর-নীচ: ১. উপল ২. মকর ৩. খেসারতি ৫. দমকল ৭. হাজাম ৮. চেতন।

জন্মদিন

আজকের দিন

লক্ষ্মীপতি বালাজি

১৮৩৫ *জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় রাম সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক-প্রযোজক যশ চোপড়ার জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লক্ষ্মীপতি বালাজির জন্মদিন।*

আজ ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁর ১৯১তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ‘একদিন’-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ১০ নম্বর বাঙালি

সিদ্ধার্থ সিংহ

দু’হাজার চার সালে বিবিসি বাংলা একটি ‘শ্রোতা জরিপ’-এর আয়োজন করে। মানে শ্রোতাদের বিচারেসর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে?

তিরিশ দিনেরও বেশি সময় ধরে চালানো সেই সমীক্ষায় শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ২০ জনের জীবন নিয়ে ২০০৪-এর ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত একটানা কুড়ি দিন ধরে বিবিসি বাংলায় বেতার অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। টিআরপির বিচারে যেটার শ্রোতার সংখ্যা ছিল সব চেয়ে বেশি।

বিবিসি বাংলার সেই সমীক্ষায় শ্রোতাদের বাছাই করা সেরা কুড়ি জনস্বাঙালির মধ্যে দশস্নম্বরে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন, ১৭৭২ সালের ২২ মে জন্মগ্রহণ করা, বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কে এক কথায় বলা হয় ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ।

তিনি জন্মেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। কিন্তু পরে হিন্দু ধর্মীয় প্রথা এবং সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধনই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য।

খুবই অল্প বয়সে পড়াশোনা করার জন্য রামমোহন রায়কে পাঠানো হয় ভারতের পূর্বাঞ্চলের পাটনা শহরে। কথিত আছে, তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছরেরও কম। পাটনা সে সময় ছিল আরবি ও ফারসি ভাষা শিক্ষায় ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বর্ধিষ্ণু পীঠস্থান।

পরে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা আরও পোক্ত করতে এবং হিন্দু ধর্মশিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠতে তিনি চলে যান বেনারসে।

কিন্তু এগুলো তাঁর আসল পরিচয় নয়। তিনি যে বেশ কিছু বই বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন এবং লিখেছেন, গড়ে তুলেছেন ব্রাহ্মসমাজ, না, তার জন্যও নয়, তিনি মানুষের মনে চিরকাল বেঁচে থাকবেন সতীদাহ প্রথা রোধ করার জন্য।

এই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার পেছনে তাঁর নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক গল্প আছে। যে সতীদাহর ঘটনাটি তাঁর মনে গভীর-গভীরতম রেখাপাত করেছিল, সেই মহিলাটি আর কেউ নন, তাঁর নিজের বউদি।

রামমোহনের বাবার মৃত্যুর আট বছর পরে ১৮১১ সালে রামমোহনের বড় ভাই জগন্মোহনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় জগন্মোহন যুবকই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীও ছিলেন যুবতী। যুবতী স্ত্রী স্বামী ছাড়া থাকবে কী ভাবে! তাই স্বামীর সঙ্গে তাঁকেও পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করে তৎকালীন সমাজপতিরা।

রামমোহন রায় তখন তাঁর বউদিকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন, হয়তো তিনি সেই চেষ্টায় সফলও হতেন। কিন্তু তখন তাঁর পাশে কেউই এসে দাঁড়াননি।

বউদিকে জ্যন্ত পুড়িয়ে মারার দৃশ্য রামমোহনের মনে গভীর যন্ত্রণার জন্ম দেয়। জন্ম দেয় রাগেরও। জন্ম দেয় প্রতিবাদের ভাষাও। তখন থেকেই সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি।

প্রতিজ্ঞা কলেন, যতক্ষণ না সতীদাহ প্রথা বন্ধ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেই প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তা থেকে কখনওই বিরত হবেন না।

শুধু সতীদাহ প্রথাই নয়, বাল্য বিবাহ এবং বহু বিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি প্রবল ভাবে গর্জে উঠেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন জনমত। যদিও তিনি নিজেই বাল্য বিবাহ এবং বহু বিবাহ--- দুটোই করেছিলেন। অবশ্য বিয়ের বয়সে এসে তিনি কিন্তু আর কোনও বিয়েই করেননি।*

যখন রামমোহন রায় সহমরণ রীতি বা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুরু করেন, তখন কট্টর পুরনোপন্থীদের কেউ কেউ তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সদস্যপদ ছেড়ে চলে যান।

তাবুও রামমোহনকে দাবিয়ে রাখা যায়নি। বরং উলটে এই নির্মম হত ্যাপ্রথা বন্ধ করার পক্ষে রামমোহনের সওয়াল আরও জোরদার হতে থাকে। আরও বেশি করে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। কারণ, বউদির মৃত্যুর সময় তিনি নিজেই নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন।

ফলে তিনি যত সক্রিয় হতে থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধেও কিছু লোকজন তত জোট বাধতে শুরু করেন।

সমাজনেতা রাধাকান্ত দেবদের মতো ক্ষমতাসীন কট্টর হিন্দুজোটের তীব্র বাধা সত্ত্বেও তিনি ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন।

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সতিদাহ প্রথাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাতিল ঘোষণা করা হয়। লেখা হয়---

‘‘It is hereby declared– that after the promulgation of this regulation– all persons convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive– whether the sacrifice be voluntary on her part or not– shall be doomed guilty of culpable homicide and shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment.’’; Regulation of 4th December– 1829.

এ জন্য অবশ্য রামমোহন রায়কে কম মূল্য দিতে হয়নি। হিন্দু পণ্ডিতরা তাঁকে পাষণ্ড, বকধূর্ত, কাপ্টিক, নগরান্তবাসী-সহ তখনকার দিনের নক্কারজনক আরও কত রকমের যে অপমানজনক, অবজ্ঞাসূচক গালাগালি ছুড়ে দিয়েছেন তার কোনও শেষ নেই।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে আসা-যাওয়ার পথে উগ্র, উশৃঙ্খল যুবকেরা দল বেঁধে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত করেছে। তাই বাধ্য হয়ে প্রাণ রক্ষার্থে তাঁকে নিরাপত্তা প্রহরীবেষ্টিত হয়ে শহরে চলাফেরা করতে হয়েছে।

আইন পাশ হওয়ার পরেও কট্টর হিন্দুরা থেমে থাকেননি। রামমোহনের যাত্রাভঙ্গ করার জন্য ১৮৩০ সালের ১৭ জুন প্রতিষ্ঠা করে ‘ধর্মসভা’ নামে হিন্দু ধর্মের বর্বরতা রক্ষার এক সমিতি।

রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বেশ কিছু গোঁড়া হিন্দু একত্রিত হয়ে সংস্কৃত কলেজে এক সভায় হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য এই সংগঠনের সূচনা করেন।

তাঁদের উদ্যোগেই লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ প্রথা রদ তুলে নেওয়ার দাবিতে মামলা রুজু করা হয়। যদিও ১৮৩২ সালে প্রিভি কাউন্সিল বাংলার গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের ১৮২৯ সালের আদেশই বহাল রাখেন এবং এর কিছু দিনের মধ্যেই ভারতের অন্যান্য কোম্পানি অঞ্চলেও সতীদাহ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়।

সব মিলিয়ে রাজা রামমোহন রায়ের নানান কাজকর্ম এবং এই বিপুল ব্যাপ্তির জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়কে ভারত পথিক উপাধিতে ভূষিত করেন।

নিজেকে ভালবাসতে গিয়ে একাকীত্বের অন্ধকার...

মতিউর রহমান

এগোচ্ছে জীবন। এগোচ্ছে জগৎ । প্রযুক্তির হাত ধরে এসেছে কত না প্রকরণ। এসেছে সুযোগ-সুবিধা স্বাচ্ছন্দ। এসেছে আধুনিকতা। জীবনে জুড়েছে গতি । মানুষ শুধু নিজেকেই ভালবাসতে শিখেছে — অত্যাধিক আত্মপ্রেম। চারপাশের পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে সে হয়েছে নিসঙ্গ। একাকিত্বের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে বসেছে বহু মানুষের জীবন। সম্প্রতি একটি খবর সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বছর ৩৫ এর এক যুবক ব্যাঙ্গালুরুতে এক নামী প্রযুক্তি সংস্থায় চাকরি করেন। ছুটি পেলে একাকীত্ব কাটাতে তিনি অটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ভিন রাজ্যে। মানসিক অবসাদ কাটাতে তার এই অভিনব উদ্যোগ মন ছুঁয়েছে নেটিজেনদের । এই ঘটনা একইসঙ্গে একটি প্রশ্নকে সামনে এনেছে, শহুরে একাকীত্ব যা চরম বাস্তব কি দ্রুত বিপণন হওয়া আত্মপ্রেমের পরিণতি? এটাতো অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আমাদের প্রতিদিনের জীবন, ব্যক্তিগত ভালোলাগা, মন্দলাগাকে প্রতিনিয়ত মুখরোচক মোড়কে সমাজ মাধ্যমে বিপণন করে চলেছি আমরা।

আমি... আমি ...আর আমি — এই আমিত্বের প্রচারই বর্তমান আধুনিক জীবনের একমাত্র ভুষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আমিত্বেই মানুষ জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতার সন্ধান করে চলেছে। সহযোগিতা, সহানুভূতি বা সহমর্মিতা নয়, উগ্র ব্যক্তিবাদই প্রধান হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের পণ্যের বিজ্ঞাপনে এই ধরনের ভাবনার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা বিকাশ নয়, একটু একটু করে আমাদের বিনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দিন দিন মানুষ একাকিত্বের চরম সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। মানুষ সাহায্য চাইলেও এক ধরনের লজ্জা ও বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে । মানুষ নিজেকে এতটাই আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে যে বাইরের পৃথিবী তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

মানুষ অবশ্যই নিজেকে ভালবাসবে, তার ভালোমন্দ নিয়ে ভাববে। তবে নিজেকে ভালোবাসতে গিয়ে নিজেকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে না যা মানুষকে আর পাঁচ জন মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সমাজের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কখনোই উচিত হবে না। ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিকতার একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার। মানুষ নিজেকে সুস্থ সুন্দরভাবে গড়ে তুলতেই পারে। এর সঙ্গে মানবপ্রেমের কোন বিরোধিতা নেই। সবকিছু আমার... আমার... এই ভাবনা যখন পেয়ে বসে তখনই তা সহযোগী অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায় যা এক অমানিশা ডেকে আনে।

মানুষ নিজেকে নিয়ে দিবারাত্রি এই যে নিমগ্ন এর নেপথ্যে রয়েছে ভোগবাদী মানসিকতার চূড়ান্ত বিস্তার। মানুষ কিভাবে অন্যকে প্রভাবিত করবে, নিজেকে নিজের পণ্যকে বেচবে — তা নিয়ে ভাবনা ও তার বাস্তবায়নের দিন কেটে যাচ্ছে। সে সব সময় ব্যস্ত । ব্যক্তি স্বার্থ তার ব্যস্ততাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে । মোবাইলের দৌলতে মুঠোবন্দি দুনিয়া তবু মানুষ একা , একাকী । সমাজমাধ্যমে হাজারও সক্রিয়তা, বিচিত্র বিনোদন তার একাকীত্ব ঘোচাতে পারেনা । ব্যক্তি কেন্দ্রিক জটিল জীবন ভাবনা তাকে গড়ে তুলেছে ভয়ংকর ভাবে নিঃসঙ্গ।

বর্তমানে দুনিয়াজুড়ে চলছে বিচ্ছেদের সংস্কৃতি। মানুষ বিভক্ত চিন্তাভাবনা ও আদর্শে । বৈষম্য ও বিভাজনে বিভক্ত সমাজ । যুদ্ধ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবনার বিচ্ছিন্নতা, দ্বিচারিতা। পারস্পরিক নির্ভরতা ও সামাজিক সুসম্পর্ক আজকের বদলে যাওয়া পৃথিবীতে প্রাধান্য পাচ্ছে না। সমষ্টি নয়, ব্যক্তিই বড় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির স্বাধীনতা, তার প্রকাশ ও বিকাশই যেন সব। ফলত জন্ম নিচ্ছে একাকিত্বের মারণ ব্যাধি যা ক্রমশ মহামারীতে পরিণত হতে যাচ্ছে। ব্যক্তি যদি শুধু নিজেরটুকু গুছিয়ে নিতে, সামলে নিতে সদা ব্যস্ত থাকে তাহলে এক ধরনের উদ্বেগ ও বিষন্নতা তাকে গ্রাস করবে। মানসিকভাবে সে হয়ে উঠবে বিপন্ন, বিচ্ছিন্ন। বাড়রে হতাশা যা তার শারীরিক সুস্থতাকেও গ্রাস করবে। এর পরিণতি একদিন হয়ে উঠবে ভয়ানক, ভয়াবহ। মানুষ কেবল নিজেকে নিয়ে বাঁচতে পারে না। অন্যের সঙ্গে সংযোগ ও সম্পর্ক জরুরী। অন্যের সঙ্গে মিশতে হবে, মিলতে হবে। মানুষের প্রয়োজনে, বিপদ-আপদে তার পাশে থাকতে হবে , আনন্দও ভাগ করে নিতে হবে। মানুষকে ভালবাসতে হবে, সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাই আসুন, একাকিত্বের অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া নয়, সহযোগী ও সমন্বয়ী ভাবনার ঝলমলে রোদ্দুরে আমরা বসত গড়ি।

আনন্দকথা

করতে করতে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কচ্ছে, দেখে মার দয়া হয়। মা লুকিয়ে ছিল, এসে দেখা দেয়।”

মণি ভাবিতেছেন, তিনি দৌড়াদৌড়ি কেন করান। — ঠাকুর অমনি বলিতেছেন, ‘‘তাঁর ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়; তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরি নাম মহামায়া। তাই সেই শক্তিরূপিণী মার শরণাগত হতে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে, এই পাশ ছেদন করতে পারলে তবেই ঈশ্বরদর্শন হতে পারে।”

(আদ্যাশক্তি মহামায়া ও শক্তিসাধনা)

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনি মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্তরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায় — সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দেড় ঘণ্টা বাসের চাকায় পিষ্ট স্কুটি আরোহী, পুলিশের দেরিতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটি আরোহীকে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী বাস। বাসের তলায় দীর্ঘক্ষণ ধরে রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরালো স্কুটি আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বুদবুদের কোটা মোড়ের কাছে।

জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস জাতীয় সড়ক ধরে পানাগড় রেলব্রিজ অতিক্রম করে দ্রুতগতিতে সার্ভিস রোডে ঢোকার মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক স্কুটি আরোহীকে ধাক্কা মেরে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। বাসটি দাঁড়িয়ে পড়তেই বাসের যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে বাস থেকে নেমে পড়েন। অন্যদিকে স্কুটি আরোহী রাস্তার ওপর পড়ে গেলে তাঁর ওপর দিয়ে বাসের চাকা চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় বাসের তলায় পড়ে কাতরাতে থাকেন স্কুটি আরোহী।

দুর্ঘটনার খবর বুদবুদ থানার পুলিশকে দেওয়া হলেও, প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এমনটাই অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আধ ঘণ্টা পরে অ্যাম্বুল্যান্স করে গুরুতর আহত স্কুটি আরোহীকে কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। একদিকে দেরি করে পুলিশ আসায় ও তারপরেও দেরি করে আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বুদবুদ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা। পুলিশ আহতকে হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি যাত্রীবাহী বাসটিকে আটক করে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। বাসের চালক ও খালাসি পলাতক।

বেহাল রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ না নেওয়ায় বর্ধমান-কালনা রোড অবরোধ

প্রধান সহ আধিকারিকদের ঘরে তালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল বর্ধমান দুই ব্লকের মেমারি থানার নবস্থা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেগুট গ্রামের রাস্তা। প্রশাসনের কাছে থেকে মিলেছে বারবার প্রতিশ্রুতি। তারপরেও বেহাল রাস্তার মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে পঞ্চায়েত প্রধান সহ আধিকারিকদের ঘরে রেখে তালা ঝুলিয়ে বর্ধমান কালনা রাস্তা অবরোধ করে রাখেন গ্রামবাসীরা। রাস্তার ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভে সামিল হন কয়েকশো গ্রামবাসী। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পরে বর্ধমান দুই ব্লকের জয়েন্ট বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাস্তা প্রায় ১০ থেকে ১২বছর ধরে বেহাল হয়ে পড়ে আছে।একবার দু বার নয় বহুবার তাঁরা রাস্তা মেরামতের দাবি জানিয়েছিলেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ওই রাস্তা দিয়েই বহু স্কুল কলেজ ও অফিস কাছারিতে যায় বহু মানুষ। বেহাল রাস্তার জন্য প্রায় দুর্ঘটনার স্বীকার হতে হয় তাদের। অন্যদিকে বর্ষাকালে রাস্তার অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় মানুষকে। যার কারণে তাঁরা বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ করেন। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত মেরামতের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

পুজোর আগে বাংলাদেশের পদ্মার রূপালি শস্য পরতে চলেছে বাঙালির পাতে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: পুজোর আগে বাংলাদেশের পদ্মার রূপালি শস্য পরতে চলেছে বাঙালির পাতে। পেট্রাপোল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করল ইলিশ বোঝাই ট্রাক। দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ভারতে ২৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিল। পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে বৃহস্পতিবার ভারতে এসে পৌঁছল পদ্মার রূপালি শস্য। বাংলাদেশ সরকারের ইলিশ রপ্তানির খবর ভোজন রসিক বাঙালির জন্য সুখবর। দুর্গাপুজোর আগেই বাঙালির পাতে এবার পরবে বাংলাদেশের পদ্মার রূপালি শস্য ইলিশ। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানি করার জন্য ৪৯ টি রপ্তানিকারক সংস্থাকে অনুমতি দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে, পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে বৃহস্পতিবার দুটি ট্রাকে ইলিশ এসে পৌঁছয়। বন্দর সূত্রে খবর, আগামী মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত ধাপে ধাপে মোট ২৪২০ টন ইলিশ এসে পৌঁছবে ভারতে। এখনো পর্যন্ত দুটি ট্রাকে ৮ থেকে ৯ টন ইলিশ মাছ ভারতে এসে পৌঁছল। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি ট্রাক ভারতে আসতে পারে বলে রপ্তারিকারক সংস্থা সূত্রে খবর।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত, মুসলিম গ্রামে দুর্গাপুজো

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ● লাউদোহা

মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে দুর্গাপুজো নজর কাড়ে আপামর জনতার। হিন্দুদের দুর্গাপুজোতে সামিল হন মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু পুরুষ ও মহিলা। অর্থ সাহায্যের পাশাপাশি পুজোর তদারকিও করেন তাঁরা। তাইতো এই পুজো খনি অঞ্চলে একটি সম্প্রীতির নজির রাখে। বর্তমান সময়ে যেখানে রাজনীতির নাগপাশে কয়েকটি জাতিকে নিয়ে চলে রাজনীতি, যেখানে ভারতবর্ষের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশে দুর্গাপূজা নিয়ে হয়েছে নানান বিধি নিষেধ। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের তিলাবনী গ্রামের হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বজনীন এই দুর্গা পুজো সম্প্রীতির বার্তা রাখে।

শরৎকাল আর দুর্গাপুজো মানেই, সকাল হলেই হালকা শিশিরের বিন্দু এবং ঠান্ডার আমেজ, পাশাপাশি যেদিকেই চোখ যায় শুধু এই কাশবন গ্রামাঞ্চলে। প্রকৃতি নতুন ভাবে সেজে উঠে এই সময় জানান দেয় মা আসছেন। চারদিকেই সাজো সাজো রব। দুর্গাপুজো নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে দুর্গা পূজা কমিটিগুলির। ব্যতিক্রম নয় দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের তিলাবনি গ্রামও। গ্রামের একমাত্র সর্বজনীন দুর্গাপুজোটি এবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল।

পুজো কমিটির সহ-সভাপতি শেখ সাদেক, সম্পাদক বরুণ নায়ক ও সেক সঈদ আহমদরা জানান, ২০২২ সালে এখানে পুজোর সূচনা হয়। এই তিলাবনি গ্রামে রয়েছে ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ৩০ শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। বরুণবাবু জানান, এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাই গ্রামের আশপাশের গ্রামেগুলোতে দুর্গাপুজো হচ্ছে অথচ তাদের গ্রামে হচ্ছে না, এই নিয়ে গ্রামের হিন্দুদের সঙ্গে আলোচনা করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা জানান যে, দুর্গাপূজায় অনেক খরচ, তাই সেটা করা অত সহজ নয়। বরুণবাবু বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাই উদ্যোগী হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেদের আশ্বাস দেন যে 'পুজো শুরু করুন আমরা আছি।' আর তারপর থেকেই এই গ্রামের পুজোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশ নেন। শুরু হয় মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে দুর্গাপুজো। আর্থিক সাহায্য ছাড়াও পুজোর বিভিন্ন কাজে তদারকিও করে থাকেন তাঁরা।

এই পুজোর পুরোহিত তপন চক্রবর্তী আসেন পার্শ্ববর্তী গ্রাম ঝাঁঝরা থেকে। পুজো কমিটির সহ-সভাপতি শেখ সাদেক, সম্পাদক বরুণ নায়ক ও সঈদ আহমদরা জানান, তাঁদের গ্রামের এই পুজো ঘিরে পুজো চারদিন চরম আনন্দে কাটান হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা। শেখ সাদেক বলেন, 'আমরা যেমন হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি পাশাপাশি এই গ্রামের হিন্দুরাও আমাদের সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেন। গ্রামে দুই সম্প্রদায়ের সৌভাতৃত্ব নজর কাড়ে এলাকায়।' পুজো চারদিন রয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান তবে তাঁরা কোনও রকম সরকারি সাহায্য এখনও পান না। সেটা হলে আগামী বছর থেকে তাদের এই পুজোয় গরিমা আরও বাড়বে বলে আশাবাদী তাঁরা।

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রীকে সাহায্য ব্লক তৃণমূল সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: দুস্থ মেধাবী ছাত্রীর পাশে দাঁড়ালেন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি আব্দুল লালন। কাঁকসা থানার হাজরাবেরা গ্রামের বাসিন্দা জুলি পাল নামের ওই ছাত্রীর হাতে বৃহস্পতিবার আব্দুল লালন আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। জুলি জানিয়েছেন, বিএড পড়ার সুযোগ পেয়েও টাকার অভাবে ভর্তি হতে পারবেন কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এই খবর পেয়ে আব্দুল লালন তাঁকে ডেকে তার ভর্তি ফির টাকা বৃহস্পতিবার তার হাতে তুলে দেন। পাশাপাশি আশ্বাস দিয়েছেন বিএড পড়ার খরচ তিনি বহন করবেন।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস উপলক্ষে আউশগ্রামের অমরপুর অঞ্চল এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযান চালানো হয়। এনিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বারুই, সিডিপিও মহম্মদ ইমরান। এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই জুলি পালের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন আব্দুল লালন।

কাঁকসা থানার হাজরাবেরা গ্রামে বাড়ি জুলির। বাবা পরেশ পাল রঙমিস্ত্রির কাজ করেন। খুব গরিব পরিবার তাঁর। আর কষ্ট করেই ইংরেজি বিষয়ে এমএ পাশ করেছেন জুলি। এরপর বিএডের জন্য আবেদন করেছিলেন। বর্ধমানে বিএডের জন্য সুযোগও পেয়েছেন। কিন্তু অ্যাডমিশন ফির টাকা পর্যন্ত ছিল না তাঁর কাছে। স্থানীয় এলাকা থেকে এই খবর পান গেঁড়াই গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল লালন। আব্দুল লালন বলেন, 'জুলিকে বলেছি বিএড পড়ার জন্য যা খরচ হবে সবটা ব্যবস্থা করে দেব। লেখাপড়া শিখে সে আরও বড় হোক এবং সমাজে সে মাথা উঁচু করুক।'

২০০০ হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গা পুরুলিয়ার কাশীপুর পঞ্চকোট রাজবংশে পুজোয় উন্মাদনা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

প্রায় ২০০০ হাজার বছরের প্রাচীন পুরুলিয়ার কাশীপুরের পঞ্চকোট রাজবংশের দুর্গাপুজো শুরু হয়ে গেল বুধবার থেকেই। বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ রাজবংশের প্রথা মেনেই কাশীপুরের রাজবংশের দেবী বাড়িতে বোধন হয় রাজরাজেশ্বরীর। এখানে মা পূজিতা হন রাজরাজেশ্বরী রূপে। কথিত আছে, রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য যে ১৬ দিন ধরে মা দুর্গার পুজো করেছিলেন সেই মতেই এখানে ১৬ দিন ধরে মায়ের পুজো হয়ে থাকে। অন্যান্য বারের মতো এবছরেও তার অন্যথা হয়নি। অনেকেই এই পুজোকে ষোড়শো কল্পের পুজোও বলে থাকেন।

জানা যায়, প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে কাশীপুরের পঞ্চকোট রাজবাড়ির দুর্গাপুজো শুরু হয়। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সপ্তম পুরুষ দামোদর শেখর এখানে পুজো শুরু করেছিলেন বলে জানা যায়। তখন এলাকাটির নাম ছিল জঙ্গলমহল। পরে শিখর ভূমি নামে পরিচিত হয়। এখানের মা দুর্গাও শিখরবাসিনী হিসেবে পরিচিত।*কাশীপুরের পঞ্চকোট রাজবংশের দুর্গা প্রতিমার বিশেষত্ব হল এখানে প্রতিমার দু'টি অতিরিক্ত মূর্তি থাকে। তাঁরাও পুজো পান। এই দুই মূর্তির নাম জয়া ও বিজয়া। দেবীর অষ্টসখীর মধ্যে তাঁরা অন্যতম।

পঞ্চকোট রাজপরিবারের প্রবীণ সদস্য সৌমেশ্বর লাল সিং দেও এই পুজোর ইতিহাস তুলে ধরে জানান, ধার বা ধারানগর থেকে পঞ্চকোট রাজারা জঙ্গলমহলে এসে রাজত্ব স্হাপন করেছিলেন। তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন চতুর্ভুজা রাজরাজেশ্বরী মূর্তিকে। এখানে দশভুজা মৃন্ময়ী দেবীর পুজো প্রচলিত হওয়ার পর একই সঙ্গে রাজরাজেশ্বরীরও পুজো শুরু হয়। এই মন্দিরে ছাগবলি, মহিষবলি প্রথা থাকলেও রাজবাড়ির অন্দরের পুজোয় বলি নিষিদ্ধ রয়েছে।সেখানে মহাঅষ্টমীর সন্ধিপুজোয় চাল কুমড়ো বলি দেওয়া হয়। এলাকার বাসিন্দারা জানান, এই পুজোর জন্য তাঁরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। পুজো শুরু হতেই আট থেকে আশি সকলেই মেতে ওঠেন এই পুজোয়।

পুজোয় সরকারি অনুদানের আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বৃহস্পতিবার নবমীর পূজা দিয়ে শুরু হয় মহাভারতের ভাবানুবাদক মহাকবি কাশীরাম দাসের স্মৃতি বিজড়িত সিঙ্গি গ্রামের ভট্টাচার্য বাড়ির মঠের মায়ের পূজা। এই পূজা প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো। বর্তমানে মঠের পরিবারের সদস্যদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন যে এই প্রাচীন পূজার জন্য যদি অনুদানের ব্যবস্থা করেন, তা হলে মঠের মায়ের পূজা আবার স্বচ্ছল ভাবে চলতে পারে। বর্ধমান রাজা কীর্তি চাঁদ রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৎকালীন ভারত সম্রাট মহম্মদ শা দুর্গা- কালী-রাধাকান্ত ও বিষ্ণু ঠাকুরকে ৪৫০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। কিন্তু জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পর মঠের মায়ের জমি ভেস্ট হয়ে যায়। তাই বর্তমানে এই পূজা কোনও রকমে চলছে। এ যেন তালপুকুরে ঘটি ডোবেনার মতো ঘটনা। বর্তমানে সেবাইতদের নিয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। একসময় জমি ভেস্ট হওয়ার জন্য সরকার থেকে বছরে মাত্র ১৬ টাকা মতো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত।

NABADWIP MUNICIPALITY

NOTICE

Draft publication of manual scavenger of Nabadwip Municipality was published on 21.09.2024 No claim and objection have so far been received at this end.

So, it is here by declare that there is no manual scavenger in the area of Nabadwip Municipality.

S/D Executive Officer
Nabadwip Municipality

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট ...

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা : ধর্মতলা স্ট্রিট, ৫ সি আর এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৭২
পরিশিষ্ট - IV{ রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড ...

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI — বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, ... জেলা - বর্ধমান ...
দখল বিজ্ঞপ্তি
যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ...

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

SBI — আরএএসএমইসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তি জন্য)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — দখল নোটিশ

খানাকুলে অসহায় প্লাবিত মানুষের যাতায়াতের ভরসা একমাত্র নৌকো

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: সারি সারি দিয়ে রাস্তার পাশে বাস দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যাত্রীবাহী বাসে না গিয়ে নৌকো করেই যাতায়াত করতে হচ্ছে নিরুপায় মানুষ। গ্রামের ভিতরেও যাতায়াতের একমাত্র এখন নৌকো। এই ঘটনাটি ঘটতে দেখা যাচ্ছে আরামবাগের প্লাবিত খানাকুলের। শরতের মেঘ ঘনীভূত হয়ে টানা তিন চারদিন বৃষ্টির জেরে খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভয়ংকর বন্যার জন্য আরামবাগ থেকে বন্দরগামী বাস বন্দর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত না গিয়ে তার আগেই থেমে যাচ্ছে। পাশাপাশি আরামবাগ থেকে খানাকুলের জগৎপুর বাসস্ট্যান্ডে না গিয়ে নন্দনপুর পর্যন্ত বাস যাচ্ছে। তারপর বাধ্য হয়েই নৌকো করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তবে প্রশ্ন উঠছে প্রায় প্রত্যেক বছর বার বার কিভাবে খানাকুলে বন্যা হচ্ছে। অতিবৃষ্টি ও বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ ভেঙে খানাকুলের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়। খানাকুলেই প্রায় ছয়টি জায়গায় বাঁধ ভেঙে পড়ে।

আবারও বৃষ্টিপাত হওয়ায় নদীতে জল বাড়ছে এবং নদীর জল হানা দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এমনকী খানাকুলের প্রধান রাজ্য সড়কের ওপর দিয়েও বন্যার জল বইতে থাকে। তাই বাধ্য হয়েই নৌকোতে যাতায়াত করতে হচ্ছে। বাজার দোকান করা থেকে শুরু করে সমস্ত জরুরি কাজ নৌকো করেই যেতে হচ্ছে। চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটচ্ছেন প্লাবিত এলাকার মানুষেরা। এই বিষয়ে কাগনান এলাকার এক বাসিন্দা রমেশ সাঙ্কি জানান, বর্তমানে নৌকো নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। উপায় না থাকায় নৌকোর ওরপ নির্ভর করতে হচ্ছে।

প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অষ্টম বর্ষপূর্তি এবং বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়ায় অনুষ্ঠিত হল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বন্যার জলে তলিয়ে গেল ২ ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কাজ করে ডিঙি নৌকো নিয়ে ফেরার সময় ভূতনির বন্যার জলে তলিয়ে গেল দুই ভাই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ভূতনি থানার শঙ্করটোলা এলাকার। গভীর রাত পর্যন্ত স্থানীয় জেলেদের নিয়ে খোঁজাখুঁজির পরেও নিখোঁজ দুই যুবকের দেহ উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ দুই যুবকের নাম পরিমল মণ্ডল (২৫) ও বঙ্কিম মণ্ডল (২৩)। এরা সম্পর্কে দুই ভাই। ভূতনি থানার শঙ্করটোলা এলাকার বাসিন্দা। বাঁধ থেকে টিনের নৌকোয় করে পাট ছাড়িয়ে বাড়ি ফিরছিল তাঁরা। সেই সময় টিনের নৌকো উল্টে যায় এবং দু'জনই তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা খোঁজাখুঁজির কাজ শুরু করে। স্পিডবোট নামিয়ে খোঁজাখুঁজি চালানো হলেও এখনো তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া।

দুঃসময়ে হাওড়ার মানুষের পাশে ত্রাণ নিয়ে হাজির বরানগরের রামকৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানুষ মানুষের জন্য। সে কথাটা মানেন তিনি। আর সে কারণেই মানুষের দুঃসময়ে সাত-পাঁচ না ভেবে ছুটে গেছেন মানুষের সেবার জন্যই। তিনি রামকৃষ্ণ পাল। বরানগর পুরসভার পুর পরিষদ হিসেবে তাঁকে সবাই চেনে। পরিচিতি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম দিনের সৈনিক হিসেবেই।

ডিভিসি জল ছাড়ায় বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন গ্রাম এখন বন্যায় বিপর্যস্ত। জলমগ্ন ঘর-বাড়ি-পথ-ঘাট। চুপ করে হাত গুটিয়ে থাকতে পারেননি রামকৃষ্ণ পাল। তিনি জানেন, কোনওরকমে আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলোর জীবনটা কঠিন। অনিশ্চিতও। তাই বৃহস্পতিবার হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের বন্যাকবলিত এলাকায় ছুটে গেছেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। গিয়ে দেখেছেন গোটা এলাকা প্লাবিত। মানুষ দিশেহারা। তিনি ত্রাতা হয়েই দেখা দিলেন হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে। জরুরি সহায়তার পাশাপাশি দেখালেন সহমর্মিতা। জলেতেই জীবন সংগ্রামের পথে বেঁচে থাকার রসদ পেলেন অসহায় গ্রামবাসীরা। তুলে দিলেন ত্রাণ। বন্যা পরিস্থিতি যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, তাকে মোকাবিলা করতে মনের সাহসই শক্তি জোগায়। এলাকার এই সমস্যা শুনে তিনি যোগাযোগ করেন দলের দুই অন্যতম সৈনিক সমীর পাঁজা ও সীতানাথ ঘোষের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ পাল বন্যার্তদের সহযোগিতার কথা জানাতেই তাঁকে স্বাগত জানান তাঁরা। তাই দেরি না করেই তুমুল বৃষ্টি উপেক্ষা করে ছুটে চলে আসেন গরিবের মসীহা রামকৃষ্ণ পাল। সঙ্গে ছিলেন দলের অন্যান্য সৈনিকরা। এই অঞ্চলের সিতাপুর, উদয়নারায়ণপুর পূবপাড়া, পশ্চিম পাড়ায় খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন তিনি। প্রায় ২০০০ পরিবারের হাতে তিনি তুলে দিলেন চাল, মুড়ি, তেল, নুন, বিস্কুট, চিনি সহ একাধিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

শিয়ালের আতঙ্ক, আক্রান্ত ৩৫, প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দিন রাতে শিয়ালের তাণ্ডব। শিয়ালের কামড়ে আক্রান্ত শিশু মহিলা পুরুষ-সহ ৩৫ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৫-২০ জন। বন দপ্তর ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি গ্রামবাসীদের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের স্বরূপনগর বাংলানী গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢালীপাড়া, ডোবরা, স্বরূপনগর সহ একাধিক গ্রামে। শিয়ালের উপদ্রব অতিষ্ঠ স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, স্বরূপনগর ব্লকের স্বরূপনগর বাংলানী গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢালীপাড়া, ডোবরা, স্বরূপনগর সহ একাধিক গ্রামে শিয়ালে কামড়ে ইতিমধ্যে জখম হয়েছে ৩৫ জন। আহতদের বেশিরভাগ শিশু ও মহিলা। তাদেরকে সারাফুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কখনো রাত্রিবেলা আবার কখনো দিনের বেলায় শিয়ালের উপদ্রবে অতিষ্ঠ গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। ইতিমধ্যে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ গ্রামবাসী শিয়ালের আতঙ্কে লাঠি নিয়ে রাত ও দিন পাহারা দিচ্ছেন। কারোর পায়ে কারোর হাতে আবার কারোর কোমরে ছুটে এসে কামড়ে দিচ্ছে। শিয়ালেরা দলবদ্ধভাবে এই আক্রমণ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় জেরে একদিকে পড়াশুনো শিকেয় উঠেছে অন্যদিকে ঘর থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছে শিশু মহিলা পুরুষরা। এই ঘটনার কথা বসিরহাটের বনদপ্তরকে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে বনদপ্তর এর পক্ষ থেকে এলাকায় যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে শিয়ালের উপদ্রব রয়েছে তাতে রীতিমতো আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। প্রাথমিক অনুমান অতি বর্ষণে জঙ্গলে খাবার অভাব হওয়ায় খাবারের সন্ধানে শিয়ালের লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। সবমিলিয়ে নতুন করে শিয়ালের আতঙ্ক গ্রামের নাম স্বরূপনগর। উত্তর ২৪ পরগনার ডিএফও অভিজিৎ কর বলেন, খবর পেয়েছি। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ দল পাঠানো হয়েছে। আমরা সবধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছি।

বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে পড়ুয়ারদের সঙ্গে বসে মিড ডে মিল খেলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গেই বসে মিড ডে মিল খেলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক। স্কুলের মিড ডে মিলের খাবারের মান সহ অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখেন তিনি। জেলা জুড়েই মিড ডে মিলের খাবারের মান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সহ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ই খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। এদিনের এই পরিদর্শনে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র সহ উপস্থিত ছিলেন, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক (এআই) সৌমিত্র সরকার, বালুরঘাট সদর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পিংকু সরকার।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলোতে শুরু হয়েছে পরিদর্শন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই বিশেষ পরিদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বয়ং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা মিড ডে মিল প্রকল্পের জেলা নোডাল অফিসার অরুণ কুমার সরদার বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। জানা গিয়েছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই বিশেষ পরিদর্শন চলবে। মূলত শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিদ্যাসাগরের আদর্শকে বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রায় ৩২৪ টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১১৮৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে বেশ কিছু শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র। এই পরিদর্শনের সময় সমস্ত বিদ্যালয় গুলিতে পঠন-পাঠন, পরিকাঠামো, মধ্যাহ্নকালীন আহার সহ বিভিন্ন বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মালদার পুজোয় এবার নতুন আকর্ষণ, শুরু হতে চলেছে নৌকো বিলাস সন্ধ্যা আরতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্গাপুজোর মাতৃলগ্নের শুরুতেই মালদা শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি সুভাষ রোড সংলগ্ন এলাকায় শুরু হতে চলেছে নৌকো-বিলাস সন্ধ্যা আরতি। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর ছবি দাসের উদ্যোগে মূলত নৌকো বিলাস একটি মডেল তৈরি করেই সন্ধ্যা আরতি চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মহালয়ার দিন থেকেই দুর্গা পুজোর বিজয় দশমী পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাঁচজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপস্থিতিতেই রাস্তার ধারে নৌকো বিলাস মডেলের ওপর থেকেই সাধারণ মানুষের সুস্থ কামনায় এই সন্ধ্যা আরতি করা হবে। ইংরেজবাজার শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি সুভাষ রোড এলাকার একটি সিনেমা হলের সামনের রাস্তার একপাশের জায়গাতেই নৌকো বিলাস একটি মডেল গড়ে তোলা হয়েছে। পুরসভার সেই জায়গায় বিভিন্ন ধরনের আলোকসজ্জার মাধ্যমে কংক্রিটের একটি বড় নৌকো তৈরি করা হয়েছে। আর সেই নৌকার ওপর দাঁড়িয়েই ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা একটানা দশ দিন ধরেই এই সন্ধ্যা আরতি করবেন। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ দিনগুলিতে

ধার্মিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি চলবে।

১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পর্যদের সদস্য প্রসেনজিৎ দাস বলেন, এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছবি দাসের নেতৃত্বেই নৌকো বিলাস নামক একটি মডেল গড়ে তোলা হয়েছে। যেটি বিভিন্ন ধরনের আলোক সজ্জার মাধ্যমে মালদাবাসীর কাছে উপহার হিসাবে দেখানো হবে। মহালয়ার দিন সন্ধ্যায় এই নৌকো বিলাসটি উদ্বোধন করা হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৪.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে। ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরণ খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**মেসার্স জুলি মেডিকেল স্টোর্স** (স্বত্বা : শ্রী অশোক কৃষ্ণ রাহা), এল -৭১, কামডহরি, গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪, শ্রী অশোক কৃষ্ণ রাহা পিতা প্রয়াত রসময় রাহা এবং প্রয়াত পদ্মা রাহার আইনি উত্তরাধিকারী, এল-৭১, কামডহরি,গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **শ্রী সব্যসাচী রাহা** পিতা প্রয়াত রসময় রাহা এবং প্রয়াত পদ্মা রাহার আইনি উত্তরাধিকারী, এল-৭১, কামডহরি, গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **শাখা : গড়িয়া, কলকাতা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির বিস্তারিত দলিল নং ০০৪৪৯-২০০৪ সালের, পরিমাণ ২ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন অবিভক্ত মোট জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ৮ ছটাক এর ২/৩ অংশ অবস্থিত মৌজা : কামডহরি পূর্ব পাড়া, প্রেমিসেস নং ১৫১, জেএল নং৪৯, তৌজি নং ১৪, দাগ নং ৫১৫, সিএস খতিয়ান নং ৩৬৭, আরএস খতিয়ান নং ৬৯৮, থানা : পূর্বতন টালিগঞ্জ, পরবর্তীতে যাদবপুর বর্তমানে রিজেন্ট পার্ক, ওয়ার্ড নং ১১১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৮৪, সাব রেজিস্ট্রি অফিস : আলিপুর, অংশত প্রেমিসেস নং ১৫১, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত দাগ নং ৫১৫, **দক্ষিণে :** অংশত দাগ নং ৫১৫, **পূর্বে :** ২০ ফুট কেএমসি সড়ক, **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক। সম্পত্তির অবস্থান / সম্পত্তির ফটো / সম্পত্তির ভিডিও	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ৩৮,৩৪,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩,৮৩,৪০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB020072638279 ছ) ৪৮,৮২,২৭৭.০০ টাকা (আটচল্লিশ লাখ বিরাশি হাজার দুশো সাতাত্তর টাকা) ২৪.০৯.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট | ই-নিলাম ওয়েবসাইট

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি : support.ebkray@psballiance.com এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদায়কের হেল্প ডেস্কে পাওয়া যাবে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. সহিত এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২৬.০৯.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

यूनियन बैंक Union Bank of India — Andhra — Corporation

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার **বাস্তবিক /প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **''যেখানে যা আছে'', ''যেখানে যা কিছু আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে আগামী **২৯.১০.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা।

প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি-র বিশদ উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৯.১০.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৮.১০.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার ই-বিক্রয় ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) অকশনের তারিখ ও সময় ঘ) বিড/ইএমডি জমার তারিখ	মোট বকেয়া ২৩.০৯.২০২৪ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)
১.	**ঋণগ্রহীতা: প্রসন্ন কুমার নায়ক** **শাখা: বর্ধমান পারবীরহাটা (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** এখানে সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ফ্ল্যাট সি/৪/১, বৃন্দাবন গার্ডেন কমপ্লেক্স, ব্লক-সি, ইটাভাটা রোড, ছোটনিলপুর পরিমাপ কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট বিল্টআপ এলাকা, মৌজা- বালিডাঙ্গা, জে.এল. নং ৩৫, আর.এস. প্লট নং ৭৯৪ (অংশ), আর.এস. খতিয়ান নং ১৬৯৩, ওয়ার্ড নং ১৪, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। **চৌহদ্দি:** উত্তর- পার্বত মুখার্জি এবং সুমন ঘোষের ফ্ল্যাট, দক্ষিণ- কমলা দীঘি, পূর্ব- পুলিন গোস্বামী এবং অন্যান্যদের বাড়ি, পশ্চিম- গায়ত্রী দেবীর ফ্ল্যাট দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: উদয় কুমার পান্ডে - ৯৬৪৩৯ ৯৪৩৫৫**	ক. ৩০,৭১,০০০/- টাকা খ. ৩,০৭,১০০/- টাকা গ. ২৯.১০.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ২৮.১০.২০২৪	১৯,৭৩,০০০.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র)
২.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স সন্তোষী মা রাইস মিল** **শাখা: বর্ধমান প্রধান শাখা (৫৪১৫৪১)** **সম্পত্তি:** কারখানার জমি এবং বিল্ডিং এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার জেএল নং ১০৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৬৯৮, ৪৬৯৯, ৪৭০০ ও ৪৮০৬, আরএস ও এলআর প্লট নং ২৩২, মৌজা - কুরমুন, থানা- দেওয়ানদীঘি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, কুরমুন পঞ্চায়েত অধীনে পরিমাপ ৪১ শতক, **কুণাল ঘোষ, অনুপম ঘোষ, সুষমা ঘোষ, সুব্রত ঘোষের মালিকানাধীন সম্পত্তি**। **চৌহদ্দি:** উত্তর- শ্রী স্বপন পাত্রের জমি, দক্ষিণ-বর্ধমান থেকে নবদ্বীপ রোড, পূর্ব-শ্রী স্বপন পাত্রের জমি, পশ্চিম-মালিকের জমি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি : প্রসেনজিৎ সরকার - ৭০৬৩৫ ৮৯৯৩০**	জমি ও ভবনের জন্য ক. ১,০৯,০০,০০০/- টাকা খ. ১০,৯০,০০০/- টাকা যন্ত্রের জন্য ক. ৩১,৫৮,০০০/- টাকা খ. ৩,১৫,৮০০/- টাকা গ. ২৯.১০.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ২৮.১০.২০২৪	১,০৬,৭৩,০০০.০০ টাকা (এক কোটি ছয় লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র)
৩.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স সুদর্শন সিডস প্রাঃ লিঃ** **শাখা: বর্ধমান প্রধান শাখা (৫৪১৫৪১)** **সম্পত্তি - ১ :** বোরহাট, বঙ্কিরাম মাড়োয়ারি লেনে অবস্থিত দোতলা আবাসিক বিল্ডিং সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মৌজা - বর্ধমান, জে.এল. নং ৩০, এল.আর. প্লট নং ৩৩২৬ ও ৩৩২৯, এল.আর. খ নং ৮০০৯, ৮৭৫৩, ১১০৯১, বর্ধমান পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২৮, পোস্ট - নতুনগঞ্জ, থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান। জমির পরিমান ১৯ ডেসিমেল, শ্রেণী- বাস্তু। **স্বত্বাধিকারী: শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল,** পিতা- ছোটলাল খান্ডেলওয়াল, **শ্রী গৌতম খান্ডেলওয়াল এবং শ্রী দীপক খান্ডেলওয়াল** উভয়েরই পিতা- শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল। **চৌহদ্দি:** উত্তর - শ্রী প্রদীপ শর্মার বাড়ি, দক্ষিণ - শ্রী দিলীপ খান্ডেলওয়ালের কমন ওয়াল বিল্ডিং, পূর্ব - ১২' এবং ৪' প্রশস্ত রোড, পশ্চিম - শ্রী দিলীপ খান্ডেলওয়ালের বিল্ডিং কমন ওয়াল ও অন্যান্যদের জমি দ্বারা।	ক. ২,০০,৫৭,০০০/- টাকা খ. ২০,০৫,৭০০/- টাকা গ. ২৯.১০.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ২৮.১০.২০২৪	৬,৪৪,৩৫,০০০.০০ টাকা (ছয় কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)
	সম্পত্তি - ২ : মাকুরগ্রাম গ্রামে অবস্থিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মৌজা - বনহামবীরপুর, জে এল নং ২৭২, এল আর খতিয়ান নং ৬০৭/২৫২/৮৮, আর এস খতিয়ান নং ৩৮, আর এস প্লট নং ৮৯০, হাল দাগ নং ১০৪০ নাররাহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - নাররাহ, থানা - বাঁকুড়া, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৫৫. জমির পরিমান ১৩৪ ডেসিমেল। শ্রেণী- ৮২ ডেসিমেল (কারখানা) এবং ৫২ ডেসিমেল (বাগান)। **স্বত্বাধিকারী: শ্রী দীপক খান্ডেলওয়াল,** পিতা- শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল। **চৌহদ্দি:** উত্তর- অন্যান্যদের বাগান, দক্ষিণ - ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা এবং অন্যদের বাগান, পূর্ব - অন্যদের পুকুর, পশ্চিম - গৌতম খান্ডেলওয়াল এর খোলা জমি দ্বারা ।	ক. ২,৬৬,৭৬,০০০/- টাকা খ. ২৬,৬৭,৬০০/- টাকা গ. ২৯.১০.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ২৮.১০.২০২৪	
	সম্পত্তি - ৩ : বোরহাট, বাঙ্কিরাম মাড়োয়ারি লেন, হোল্ডিং নং ১০ ও ১২ -তে অবস্থিত খালি জমি সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মৌজা - বর্ধমান, জেএল নং ৩০, এলআর খতিয়ান নং ৫০৯০, ২৪৭, এলআর প্লট নং ২৬৩৫, ২৬৩৬ বর্ধমান পৌরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ২৮, পোস্ট- নতুনগঞ্জ, থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন -৭১৩১০২। জমির পরিমান ৩.৮১ কাঠা। পার্টিশন দলিল নং ১৬৪২ তারিখ: ২৭-০২-২০১৩ এবং এর সংশোধনী পার্টিশন দলিল নং ৩২৬৫ তারিখ: ২৫-০৪-২০১৩। **স্বত্বাধিকারী: শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল,** পিতা প্রয়াত ছোটলাল খান্ডেলওয়াল, **শ্রী গৌতম খান্ডেলওয়াল এবং শ্রী দীপক খান্ডেলওয়াল** উভয়েরই পিতা- শ্রী রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল। **চৌহদ্দি:** উত্তর - মোহনলাল খান্ডেলওয়ালের বাড়ি, দক্ষিণ - বোরহাট পৌরসভার রাস্তা দ্বারা, পূর্ব - অন্যদের জমি দ্বারা, পশ্চিম - অন্যদের জমি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার - ৭০৬৩৫ ৮৯৯৩০**	ক. ৪১,১৪,০০০/- টাকা খ. ৪,১১,৪০০/- টাকা গ. ২৯.১০.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ২৮.১০.২০২৪	
৪.	**ঋণগ্রহীতা: সুমন দাস** **শাখা: বর্ধমান পারবীরহাটা (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং ২১২, সি.এস. দাগ নং ৮২৯, প্রেমিসেস নং ২৫০, বর্ণালীপুর শুরিদ পল্লী, বর্নালীপুর বাজার, বর্ধমান পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে, পোস্ট শ্রীপল্লী, থানা এবং জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০৩ -এ অবস্থিত একটি জি + ২ বিল্ডিংয়ে দোকানঘরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **চৌহদ্দি:** উত্তর- লোটাস কোঅপারেটিভ, দক্ষিণ- শ্রী সুবীর দাসের মালিকানাধীন একটি দোকান দ্বারা, পূর্ব- নীলপুর বাজার, পশ্চিমে- ৬' ফুট চওড়া প্যাসেজ এবং শ্রী বলাই ঘোষের ভবন সহ জমির প্লট দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: উদয় কুমার পান্ডে - ৯৬৪৩৯ ৯৪৩৫৫**	ক. ৯,৭৩,০০০/- টাকা খ. ৯৭,৩০০/- টাকা গ. ২৯.১০.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ২৮.১০.২০২৪	১১,৭৯,০০০.০০ টাকা (এগার লক্ষ উনআশি হাজার টাকা মাত্র)

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা **সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়** হবে **২৮.১০.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং এছাড়াও পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** -এ যান।

দরদাতাদের নিবন্ধনের জন্য এবং ই-নিলামে অংশ নিতে দয়া করে **https://www.ebkray.in** দেখুন। নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** এবং ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্থাৎ **https://www.ebkray.in** যোগাযোগের মাধ্যমে, **হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -এ পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

তারিখ: ২৬.০৯.২০২৪ **স্থান: দুর্গাপুর** — **অনুমোদিত অফিসার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি-তথা-এসএআরসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল - sbi.10263@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মুল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী গৌতম কুমার ঝা,** আস্থা অ্যাপার্টমেন্ট, ফুল পাড়া রোড, চাঁদনী চক, বিরার পূর্ব, বাসাই, থানে, মহারাষ্ট্র : ৪০১৩০৩, **আরও ঠিকানা :** ৭সি, রাজা ব্রীজেন্দ্র নারায়ণ স্ট্রিট, তারাসুন্দরী পার্ক, কলকাতা : ৭০০০০৭, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট ই, ব্লক বি, বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট, গদাধর ভট্ট রোড, পো : ভট্টনগর, লিলুয়া, হাওড়া : ৭১১২০৩। **শাখা : ভট্টনগর, হাওড়া।**	**তপশিল ''সি'': অংশ -১, :** অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সংশ্লিষ্ট সকল দায়বদ্ধ সম্পত্তিসমূহ : যেমন চলতি সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি যা নথিতে উল্লিখিত (তপশিল বি) : নেই। **অংশ -২ : তপশিল ডি (ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ই, পরিমাণ ৭৮৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, এক বাথ তথা প্রিভি এবং এক বারান্দা মার্বেল মেঝে সহ তিনতলায় ব্লক বি , আরএস দাগ নং ১৭৮৯, আরএস খতিয়ান নং ৯৫৩, এলআর দাগ নং ২৩৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৩৪, ৮৩৩৩, ৮৩৩৬ এবং ৮৩৩৫ এবং আরএস দাগ নং ১৭৯০, আরএস খতিয়ান নং ১২৯৮, এলআর দাগ নং ২৩৮৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৬৫৬, মৌজা : চকপাড়া, জেএল নং ১১, চকপাড়া আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, স্থানীয় ভট্টনগর অধীন, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া অধিক্ষেত্রে থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, সম্পূর্ণত এবং বিশেষভাবে অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ এবং অংশ জমির এবং ভবনের সকল সুবিধা পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, চৌহদ্দি : **উত্তরে :** অংশত ডাকট, অংশত করিডর এবং অংশত লিফট গর্ত; **দক্ষিণে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং এফ; **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ডি। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী গৌতম কুমার ঝা** উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০১৩৯০-২০১৮ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১,ভলুম নং ০৫০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৪৯৬৩৯ থেকে ৪৯৬৮১, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২০.০৬.২০২৪ এনপিএ তারিখ ০২.০৬.২০২৪	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩৭৫৪১৩৫৭৯৫১ ১০,১৬,৬৬৮.০০ টাকা (দশ লাখ ষোলো হাজার ছশো আটষট্টি টাকা) ২০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২৭.০৯.২০২৪ **স্থান - পঞ্চাননতলা, হাওড়া** — **অনুমোদিত অফিসার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টের আগে চুপ ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চেন্নাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শুরুর আগের দিনই প্রথম একাদশ প্রায় জানিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। কিন্তু কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টের আগে চুপ ভারতীয় দল। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার জানিয়ে দিলেন, শুক্রবার পিচ ও আবহাওয়া দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা।

কানপুরে কালো মাটির পিচ করা হয়েছে। আপাতত দু'টি পিচ তৈরি রাখা হয়েছে। তার মধ্যেই একটি পিচে খেলা হবে। বৃহস্পতিবার মাঠে গিয়ে দু'টি পিচই ভাল করে খতিয়ে দেখেছেন গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তাঁরা সাংবাদিক বৈঠকে আসেননি। গিয়েছেন নায়ার। তিনি বলেন, তসত্যি বলতে আমি জানি না কোন পিচে খেলা হবে। দুটো পিচই ভাল দেখাচ্ছে। কানপুরে বরাবরই পিচ ভাল হয়। যদিও পিচে কতটা বল লাফাবে তা এখনও জানি না।

সেই কারণে প্রথম একাদশ নির্বাচনে তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না ভারত। নায়ার বলেন, ত্যা পরিবেশ ও পিচ তাতে শুক্রবার সকালের আগে প্রথম একাদশ ঠিক করা যাবে না। টেস্টে আবহাওয়া বড় ভূমিকা নেয়। তাই শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলও হতে পারে। আশা করছি শুক্রবার আকাশে মেঘ থাকবে না। রোদ উঠবে। সে সব দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

চোট সারিয়ে খেলতে নেমেছেন লোকেশ রাহুল। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে রান পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল দেখাচ্ছিল তাঁকে। নায়ারের মতে, গম্ভীরের হাত ধরে রাহুলের টেস্ট কেরিয়ার বদলে যাবে। তিনি বলেন, তলোকেশ খেলাটা ভাল বোঝে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও খুব ভাল খেলেছিল। আমরা আশাবাদী। গম্ভীরের সঙ্গে ওর সম্পর্ক বেশ ভাল। ওর হাত ধরেই রাহুলের টেস্ট কেরিয়ার বদলে যাবে।দ প্রথম টেস্টের আগে রোহিত জানিয়েছিলেন, রাহুলকে খেলাবেন তিনি। দ্বিতীয় টেস্টেও তাঁর খেলা নিশ্চিত। কোচ ও সহকারী অধিনায়কের কথা থেকে পরিষ্কার, রাহুলের উপর ভরসা রাখছেন তাঁরা।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে খুশি নায়ার। তাঁর মতে, ঘরোয়া স্তর থেকেই ক্রিকেটারেরা ফিটনেস নিয়ে সচেতন। তার জন্য প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির প্রশংসা করেছেন নায়ার। তিনি বলেন, তবিরাট যে দিন থেকে ভারতের অধিনায়ক হয়েছে সে দিন থেকে দলের ফিটনেস বদলে গিয়েছে। প্রতি দিন তা আরও ভাল হচ্ছে। আইপিএল বা ঘরোয়া ক্রিকেটের দিকে তাকালেও দেখা যায়, এখনকার ক্রিকেটারেরা কতটা ফিট। প্রথম টেস্টে যশস্বী (জয়সওয়াল) দুর্দান্ত ক্যাচ ধরেছে। বাউন্ডারি ও বৃত্তের মধ্যে রান বাঁচাচ্ছে ওরা। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং ঠিক দিকে এগোচ্ছে।

ভারতের টেস্ট দলে কোনও সহ-অধিনায়ক নেই। তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন নায়ার। তিনি বলেন, তদলে অনেক অধিনায়ক রয়েছে। বিরাট, রাহুল, বুমরারা রয়েছে। ওদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পায় রোহিত। তাই আলাদা করে কোনও সহ-অধিনায়ক আমরা রাখিনি।

হারিয়ে ফেলেছেন ব্যাগি গ্রিন টুপি

হতাশ অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ি বদলেছিলেন গ্রেগ চ্যাপেল। সেই সময়ই হারিয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে গিয়ে পাওয়া তাঁর ব্যাগি গ্রিন টুপি। যে কোনও ক্রিকেটারের কাছেই আন্তর্জাতিক টুপি খুবই বিশেষ একটা জিনিস। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সেই টুপিটাই হারিয়ে ফেলেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সেরা ক্রিকেটার মনে করা হয় চ্যাপেলকে। ভারতীয় দলের কোচ হিসাবেও দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর সময়েই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। পরে সৌরভ আবার জাতীয় দলে ফিরে আসেন। একটি সাক্ষাৎকারে চ্যাপেল বলেন, তএক জায়গায় বেশ কিছু জিনিস রাখা ছিল। প্রায় ১০ বছর ধরে সেগুলো ওখানে ছিল। আমরা যখন অ্যাডিলেডে চলে যাই, তখন সেই সব জিনিসগুলো দেখা হচ্ছিল।

প্রথম জয়ের খোঁজে লাল-হলুদ, যুবভারতীতে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে একটাই স্বস্তি ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বারের আইএসএলে এখনও জয় পায়নি ইস্টবেঙ্গল। বেঙ্গালুরু এফসি এবং কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে প্রথম দু'টি ম্যাচে হেরে গিয়েছে তারা। সেই দু'টিই ছিল অ্যাওয়ে ম্যাচ। এ বার ঘরের মাঠে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। বিপক্ষে এফসি গোয়া। তবে একটি ব্যাপারে স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল।

ডুরান্ড কাপের পর আবার যুবভারতীতে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। এ বারের আইএসএলে প্রথম দু'টি ম্যাচই খেলতে হয়েছিল বাইরের মাঠে। এ বার সমর্থকদের সামনে খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। সেটাই স্বস্তি দিচ্ছে লাল-হলুদ শিবিরকে। এই মরসুমে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন মাধি তালাল। তিনি বলেন, তঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলতে পারব ভেবে স্বস্তি পাচ্ছি। তাদের চিৎকার আমাদের ভাল খেলতে উদ্বুদ্ধ করবে। আমরা সমর্থকদের সামনে নিজেদের উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করব।

পর পর দু'টি ম্যাচ হারতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। এ বারের আইএসএলের শুরুটা ভাল হয়নি তাদের। তালাল বলেন, তআমাদের দলটা নতুন। মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগছে। জানি ফুটবলে এই সময়টা খুব বেশি পাওয়া যায় না। আশা করছি গোয়ার বিরুদ্ধে আমরা জয়ে ফিরব।দ কেরলের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। প্রথমার্ধে দল ভাল খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে পারছে না। সেই রোগও তাড়াতাড়ি সারাতে চাইছেন তালালেরা। তিনি বলেন, তআমি নিজে খুব ভাল খেলতে পারিনি শেষ ম্যাচে। আমাদের আরও ভাল খেলতে হবে। আমরা সেই চেষ্টাই করছি।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

রীতি পালন করতে গিয়ে বিহারে তলিয়ে গেল ৩৬ শিশু-সহ ৪৬ জন

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা নীতীশের

পাটনা, ২৬ সেপ্টেম্বর: সন্তানের মঙ্গলকামনায় তাকে নিয়েই জলাশয়ে ডুব দেন মা। বিহারে এই রীতি পালন করতে নেমে বুধবার থেকে প্রায় ১৫টি জেলায় ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৪৬ জনের। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মৃতদের মধ্যে ৩৬ জন শিশু রয়েছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। মৃতদের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

বিহারে সন্তানের মঙ্গলকামনায় 'জিতিয়া' বা 'জীবিতপুত্রিকা' রীতি পালন করেন মায়েরা। জলাশয়ে নেমে সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করেন তাঁরা। সে কারণে রাজ্যের নদী, পুকুর-সহ সব জলাশয়ে থাকে মহিলা এবং শিশুদের ভিড়। এই রীতি পালন করতে গিয়ে বুধবার থেকে বিহারের পূর্ব এবং পশ্চিম চম্পারণ, অওরঙ্গাবাদ, কাইমুর, বক্সার, সিওয়ান, রোহতাস, সারণ, পাটনা, বৈশালী, মুজফ্‌ফরপুর, সমস্তিপুর, গোপালগঞ্জ এবং আরওয়াল জেলায় ডুবে গিয়েছেন ৪৬ জন। এখন পর্যন্ত ৪৩ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাত মহিলা এবং ৩৬ শিশু। তিন জনের এখনও খোঁজ মেলেনি। বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, '৪৩ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদের পরিবারকে চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আট জনের পরিবার ইতিমধ্যে টাকা পেয়ে গিয়েছে।'

বুধবার থেকে রাজ্যের নদী, জলাশয়গুলিতে উদ্ধারকাজে নেমেছে জাতীয় এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এখনও খোঁজ চলছে। মনে করা হচ্ছে, ভিড়ের কারণে বহু শিশু মায়ের হাতছাড়া হয়ে ডুবে গিয়েছে। তা ছাড়া বৃষ্টির কারণে নদী, পুকুরে জলও খুব বেশি ছিল। অনেকেই সামলাতে না পেরে ডুবে গিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অওরঙ্গাবাদ জেলায় ডুবে মৃত্যু হয়েছে আট শিশুর। জেলাশাসক শ্রীকান্ত শাস্ত্রী জানিয়েছেন, পরিবারের সঙ্গে জলাশয়ে ডুব দিতে গিয়ে তলিয়ে গিয়েছে ওই শিশুরা। কায়মিরে দুর্গাবতী নদীতে মায়ের সঙ্গে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছে সাত শিশু। পাটনার গ্রামীণ এলাকায় তলিয়ে গিয়েছে চার শিশু। এই নিয়ে আঙুল উঠেছে প্রশাসনের দিকেও। কেন নদী, জলাশয়গুলির আশপাশে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়নি, সেই প্রশ্নও উঠেছে।

মন্দিরের ভিতরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মন্দিরেই ভিতরেই চলত কিশোরীদের উপর যৌন নির্যাতন। কখনও আবার প্রসাদের লোভ দেখিয়ে নাবালিকা মেয়েদের ডেকে নিয়ে যেতেন মন্দিরের ভিতরে। তামিলনাড়ুতে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন সত্তরোর্ধ্ব সেই পুরোহিত। ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর থেনি জেলার পেরিআয়াকুলামে। ঘটনায় উত্তাল পরিস্থিতি এলাকা জুড়ে। মন্দির ঘেরাও করে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয়েরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। ওই পুরোহিতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার সত্তরোর্ধ্ব পুরোহিত

পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েক জন শিশু মন্দিরের বাইরে খেলছিল। তখন মন্দিরের সত্তরোর্ধ্ব পুরোহিত এসে প্রসাদের মিষ্টি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে যান। এর পর ওই শিশুদেরই দলে থাকা এক নাবালিকাকে তিনি যৌন হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, এই প্রথমবার নয়, এর আগেও নাকি এমন কাজ করেছেন তিনি। মেয়েটি গোটা ঘটনার কথা বাড়িতে জানালে মেয়েটির পরিবার ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মন্দির এলাকায় জড়ো হন। খবর প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। মন্দির চত্বরে জড়ো হন স্থানীয়েরাও। ভয়ে মন্দিরের গেটে তালা লাগিয়ে ভিতরেই লুকিয়ে ছিলেন অভিযুক্ত। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্থানীয় পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

1. e-N.I.T. No. : UKM/PHC/018(e) /2024-25. dt. 26.08.2024

Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-tender for supply & commissioning of 01 no. Four wheel vehicle. **Documents download start date & Bid submission start date – 27.09.2024. Bid Submission Closing Date – 08.10.2024. For Details : https:// www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No:- 04/2024-25
Memo No: 868/GM Dated : 26.09.2024

1st Call for N.I.e.T 04/2024-25 is invited by this Municipal Authority for 05 nos. Restoration & Renovation of Bituminous Road in different wards under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tenders is 30.10.2024 up to 12.00 Noon. For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**

Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 21/WS/ Eng/24 Dt. 25.09.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No. - 033 2553-2909, 033 25634457

Tender Notice No. PM/PWD/ IT/2023-24/06 (2nd Call)
Tender ID. - 2024_MAD_758073_1 to 2024_ MAD_ 758073_7
Bid Submission Start Date- 27-September-2024 10:00 AM.
Bid Submission End Date- 04-October-2024 5:00 PM.

Sealed Tenders prescribed forms are hereby invited by the Executive Officer, Panihati Municipality from the bonafide contractors/ firms/ agencies having experience in civil work. Repairing & Renovation, of Road, at different Place in wards under Panihati Municipality.For details please see the website **www.panihatimunicipality.in & https://wbtender.gov.in**

Sd/
Executive Officer,
Panihati Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
CORRIGENDUM-NOTICE

WBMAD/NIeT/31/BM/2024-25/PWD(2nd CALL) Date: 13.09.2024 (Tender ID-2024_MAD_751385_1) in which some rectifications are made i.e. Having annual turnover not less than 40% of the value of amount put to tender for each work in any of last three (3) financial years (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) in 3CD & 3CB Form, Earnest Money Rs. 1000000.00. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality and website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-ওপেন টেন্ডার নং জিইএম/২০২৪/বি/৫৪২৮৩৯০, তারিখ ২৫.০৯.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোড.), খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ওয়ার্কশপে ০২ (দুই) বছরের জন্য সুরক্ষা সামগ্রীগুলি বিধিবদ্ধ পরিদর্শন, পরীক্ষা এবং শংসাপত্র প্রদানের কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১২,৫১,৭৪৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২৫,০৪০ টাকা (বিজ্ঞাপিত মূল্যের ২%) **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৫.১০.২০২৪, বিকেল ৩টে। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ www.gem.gov.in দ্রষ্টব্যঃ** বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী তৎসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **(PR-651)**

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

NIET No: 10/5TH SFC/2024-25 Memo No: 213/JGP/2024 Dated : 23/09/2024

1. Droppings starts from **26/09/2024 at 18:00 hours (IST)**
2. Droppings ends at, **05/10/2024 at 18:00 hours (IST)**
3. Technical bid opens at **21/10/2025 at 12:00 hours.**
4. Financial bids open will be shown in **"wbtenders.gov.in"**

For Details Contact With The Office Of The Undersigned At Any Working Days.

Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-06/2024-25 Dated 25.09.2024, PM/PWD/NIT-07/2024-25 Dated-25.09.2024, PM/PWD/NIT-08/2024-25 Dated-25.09.2024 & PM/PWD/NIT-09/2024-25 Dated-25.09.2024** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in.** Contact concern authority P.W.Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 01.10.2024 & 25.10.2024.**

Sd/- Executive Officer
Panihati Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of work from outside bonafide and resourceful agencies/contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.: WBMAD/ULB/DHM/NIT-06/341/(e)/2023-2024, Vide Memo no.: K-12(Tender)/A-616/D.H.M. Dated: 24.09.2024 Tender ID: 2024_MAD_757411.** Bid Submission End Date: **18.10.2024 up to 16.00 hrs.** For details information available in the departmental website: http// wbtenders.gov.in

Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of 2 (two) Nos. work from outside bonafide and resourceful agencies/contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.: - WBMAD/ULB/DHM/NIT-05/340/(e)/2023-2024, Vide Memo no.: K-12(Tender)/A-615/D.H.M. Dated: 24.09.2024, Tender ID: - 2024_MAD_757545 (Sl. No. 1 to 2).** Bid Submission End Date: **18.10.2024 up to 16.00 hrs.** For details information available in the departmental website: **http// wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Diamond Harbour, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of 7 (seven) Nos. work from outside bonafide and resourceful agencies/contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.: - WBMAD/ULB/DHM/NIT-04/339/(e)/2023-2024, Vide. Memo no.: K-12(Tender)/A-614/D.H.M. Dated: 24.09.2024, Tender ID: 2024_MAD_757816 (Sl. No. 1 to 7).** Bid Submission End Date: **18.10.2024 up to 16.00 hrs.** For details information available in the departmental website: **http// wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman

Notice Inviting Re e-Tender

Re e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 3 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-09 2nd Call /GG-I/SL.- 01 to 03/2024-25 & Memo No.: GG-I/362/1-16, Tender ID : 2024_ZPHD_758349_1-3. Date: 26.09.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **26.09.2024 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **03.10.2024 up to 05:30 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **21.10.2024 at 11.00 AM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

ক্র. নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১.	হেড কোয়ার্টার (উন্নয়ন ভবন, কেএমডিএ কলকাতা) এর নিকট ডেটা পোস্টিং সুবিধা সহ আকাঙ্ক্ষা এন্টারপ্রাইজ দ্বারা লেগাসি বর্জ্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত মানুষ দ্বারা পরিচালিত ওয়েব্রিজ সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রচালিত ওয়েব্রিজ হিসেবে পরিবর্তন।	নং ০১২/কন/২৪-২৫, তারিখ ২৫/০৯/২০২৪

টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৫.১০.২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in।
৭৬(৩)/২৪-২৫
২৬.৯.২৪

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Kurkuba Gram Panchayat
Galsi-II Panchayat Samity
Kurkuba, Purba Bardhaman

NOTICE INVITING E-TENDER

E-NIT NO:- 04/KGP/2024-25(2nd Call) & 05/KGP/2024-25(2nd Call) DTD:- 26/09/2024 (5th SFC TIED & UNTIED) 3 NOS. OF WORKS (ROAD & DRAIN) IS HEREBY INVITED BY THE PRODHAN, KURKUBA GP FROM BONAFIED & ELIGIBLE RESOURCEFULL AGENCY.LAST DATE OF ONLINE BID SUBMISSION AT E-TENDER PORTAL **04/10/2024 UP TO 6.00 P.M.** FOR MORE DETAILS PLEASE CONTACT AT GP OFFICE OR MAY VISIT **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Kurkuba Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-17/24-25

Exe. Engr., ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_757689_1. **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_757748_1. **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_757778_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.

Sd/- Exe. Engr., ADDA

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 118 to 125/2024-2025 Dated- 26-09-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Bankura, Dakshin Dinajpur, Jalpaiguri & North 24 PGS District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **27-09-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **19-10-2024 upto 3.00 pm**

Date: 26.09.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/373/24-25 Dated 26.09.2024	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD FROM TETULTALA MORE TO MAHAMAYA MANDIR ROAD VIA MAMATA APARTMENT AT WARD NO.-28;UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.4,87,326 .00
WBMAD/ULB/ RSM/374/24-25 Dated 26.09.2024	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD FROM ANTARA ABASAN TO BELTALA MANASATALA AT BELTALA FARTABAD AT WARD NO.- 29; UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.4,54,340 .00
WBMAD/ULB/ RSM/375/24-25 Dated 26.09.2024	REPAIRING OF BITUMINOUS ROAD FROM N.S. ROAD TO BORAL MAIN ROAD INSIDE LAHABAGAN AT WARD NO.-29; UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 4,33,827 .00

Bid Submission end date: **05.10.2024 at 16-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/385/24-25 Dated 26.09.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at R. R. Pally, Ward Number 33, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/386/24-25 Dated 26.09.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Vivekananda Nagar at Ward Number 09, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: **04.10.2024 at 11-00 hrs.**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/376/24-25 Dated 26.09.2024	Repairing & renovation of KANDARPAPUR MAIN ROAD AND ALIED ROAD FROM BORDER OF WARD NO- 28 & 7 TO BORDER OF WARD NO- 6 & 7 in Ward no.07 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.6,34,718 .00
WBMAD/ULB/ RSM/378/24-25 Dated 26.09.2024	Construction of road Length- 370 m, Width- 4.5m at Manik Ghoshal Road & Radha Gobinda Mondir In Ward no.06 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.9,68,779 .00
WBMAD/ULB/ RSM/379/24-25 Dated 26.09.2024	Repairing & renovation work at ward no-02 & 03 Border road, ii) Matri builders to chanchal chatterjee via h/o. Kinkar Sasmal iii) Sabuj sangha D block to H/o. Kadan Naskar iv)sabuj sangha shop of Amal Das to Sankar halder shop in Ward no.03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.9,99,601 .00
WBMAD/ULB/ RSM/380/24-25 Dated 26.09.2024	Repairing & renovation of work Dhalua machbazar kathpole to Amantran more to nabapally loknath mandir via Friends Club b) Amra sabai club to Nannar Shop to Netai Ashram via Sahapachil ricksaw stand more in Ward no.02 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.6,95,591 .00
WBMAD/ULB/ RSM/381/24-25 Dated 26.09.2024	Construction of Bituminous road from Garia station road (Welkin) to Canal side road of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.5,15,232 .00

Bid Submission end date: **05.10.2024 at 16-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

দুই ঘরানার মেলবন্ধনে পুজো ফিরুক স্বমহিমায়

সুপ্রিয় দেবরায়

প্রবন্ধ

শরতের পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, ভেজা শিউলির ঘ্রাণ, কাশফুল আর প্রতিবছর কুমোরটুলির ভিড় বাড়তেই বোঝা যায়, 'দুর্গামা আসছেন'। বাজলো তোমার আলোর বেণু, / মাতলো যে ভুবন। / আজ প্রভাতে সে সুর শুনে / খুলে দিনু মন। ঠিক এমন সময় আমরা বাঙালিরা প্রস্তুত থাকি মা দুর্গাকে বরণ করে নিতে। প্রতি বছরই এই সময়ে উদ্‌যাপিত হয় আমাদের সবচেয়ে বড় মিলনোৎসব, শারদীয় দুর্গাপূজা।

তবে মায়ের আগমনের বাতাবরণ, ঢাকে কাঠির আওয়াজ অনুভব করা যায়; আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথের রশিতে টান্ পড়তেই। আর টান মানেই যেমন সুকিয়া স্ট্রিটের শ্রীমানি বাড়ি, জোড়াসাঁকো ভোরের বাড়ি, শোভাবাজার রাজবাড়ির মতো অনেক বনেদি বাড়িগুলিতে কাঠামো পুজো হয়ে যায় এইদিন, ঠিক সেরকমভাবেই ৭১ বছরে পদার্পণ করা আমাদের বসতবাড়িতেও কাঠামো পুজো হয়ে যায় রথযাত্রার দিনে। এইদিন শহরের অনেক পুজো উদ্যোক্তারাও খুঁটিপুজোর মাধ্যমে দুর্গোৎসবের প্রস্তুতির সূচনা শুরু করে দেন, আর প্রকাশ পেতে থাকে থিমের বাহার। দুর্গাপূজা মানেই এখন থিমের বাহার। সে প্রতিমা হোক কিংবা মন্ডপ সজ্জা। নতুন নতুন ভাবনার মোড়কে সেজে ওঠে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। তাই কোন পুজোর কোন থিম, তা জানার কৌতূহল থাকে বাঙালির মধ্যে। রথযাত্রার পর থেকেই জানা যায় কোন মণ্ডপ কোন থিমে সেজে উঠবে।

বনেদি বাড়ির দুর্গা প্রতিমার ন্যায় আমাদের বসতবাড়ির দুর্গাঠাকুরের সনাতন রূপ এখনও হলুদ রঙের প্রতিমা, আমপাতার রঙের অসুর আর কেশর দোলানো সিংহের মূর্তি, আলতো করে কামড়ে আছে অসুরের হাত। মায়ের মৃন্ময়ী আদি রূপ, সপরিবারে সন্তান-সন্ততি সহ, একচালাতেই বিরাজমান। প্রতিমা গড়া থেকে চক্ষুদান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা; এক অনাবিল আনন্দের সবচেয়ে আশ্চর্যতম বিষয়বস্তু ছিল আমাদের সেই শৈশবকালে। ঠাকুরমন্দিরে প্রথমে বাঁশের কাঠামে ধীরে ধীরে খড়ের বাঁধন, তার উপর মাটির প্রলেপ, খড়ির প্রলেপসহ রং, অর্ধচন্দ্রাকৃতি চালের উপরে দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কন; তখন হাঁ করে দেখতাম। এক চালচিত্রের ঠাকুর। চাল মানে আচ্ছাদন। হাতে আঁকা চালচিত্রে স্থাপিত মায়ের মূর্তি একচালা নামেই পরিচিত। মা দুর্গা আর চালচিত্র এক অবিচ্ছেদ্য পরম্পরা। যা বাংলার বুকে দুর্গাপুজোর প্রবহমান ঐতিহ্যকে আজও বয়ে নিয়ে আসছে। যার মধ্যে রয়েছে সিংহবাহিনী ত্রিশূল ধারি দেবীর অসুর বধের দৃশ্য। একদিকে লক্ষ্মী-গণেশ ও অন্যদিকে সরস্বতী-কার্তিক। সঙ্গে তাঁদের বাহন। একচালা প্রতিমার এই পরম্পরা অবশ্য থিম পুজোর ভিড়ে কার্যত হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রাচীন বাংলায় ধ্রুপদী একচালাতেই ফুটে উঠত সপরিবারে দেবী দুর্গার রূপ। কিন্তু বদলেছে সময়। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে দেবী দুর্গাকে নিয়েও শুরু হয়েছে নানান এক্সপেরিমেন্ট। মায়ের চালা ভাঙতে ভাঙতে পাঁচ চালায় এসে থেমেছে। আবার চালার প্রতিমা বদলে এসেছে থিম পুজো। উদ্যোক্তাদের থিম পুজো নিয়ে প্রতিযোগিতার দৌড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে একচালার ঐতিহ্য। দুঃখা ঘরের মেয়ে। নানা সামাজিক রাজনৈতিক তাগিদে তাঁর আচার-অনুষ্ঠানে রদবদল হতেই পারে।

এখন বাড়ির পুজো ছাড়া একচালার দুর্গাপ্রতিমা প্রায় দেখাই যায় না। তবে দেখা যায় কিছু কিছু জায়গায়, যেমন বাগবাজার সর্বজনীন পুজোয় একচালার প্রতিমা হয়। বিশাল প্রতিমা। বছরের পর বছর ধরে স্মৃতিতে গেঁথে থাকা একচালার ঠাকুরের রাজকীয়তা। ডাকের সাজ। বিরাট মুকুটের তলায় 'অতসীপুষ্পবর্ণাভাং' মাতৃমুখ। আমরা অনেকেই হয়তো জানি, বিশিষ্ট গোপেশ্বর পালের হাত দিয়েই প্রথম একচালার প্রতিমার পরিবর্তে পাঁচচালার প্রতিমা তৈরি হয়। সর্বজনীন দুর্গাপূজার পত্তন হয় কলকাতায়, ১৯২৬ সালে। সিমলা আর বাগবাজার;এ দুই জায়গায় সে বছর সর্বজনীন দুর্গাপূজা হয়। সিমলা ব্যায়াম সমিতির অতীন্দ্রনাথ বোস ছিলেন প্রথমটির উদ্যোক্তা। সিমলার প্রতিমাটি তৈরি করেছিলেন কুমোরটুলির বিখ্যাত মৃৎশিল্পী নিমাই পাল। প্রথম বছরে মূর্তিটি ছিল একচালা বিশিষ্ট। সে বছর অতীন্দ্রনাথ বোস জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে পূজা উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পূজা ঐতিহ্যবাহী বারোয়ারি বা কমিউনিটি পূজা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। উল্লেখ্য, বাগবাজারে দুর্গাপূজা সর্বজনীন নামে অভিহিত হয় ১৯২৬ সালে। এই পূজা আগে ছিল বারোয়ারি। সূচনাকাল ১৯১৮ সাল। স্থানীয় কিছু যুবক এক ধনীলোকের বাড়িতে দুর্গাঠাকুর দেখতে গিয়ে অপমানিত হন। পরের বছর তাঁরা বারোয়ারি পূজা চালু করেন এবং সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন পূজামণ্ডপের দ্বার। পূজার উদ্যোক্তা ছিলেন রামকালী মুখার্জি, দীনেন চ্যাটার্জি, নীলমণি ঘোষ, বটুকবিহারী চ্যাটার্জি প্রমুখ। সঠিক অর্থে এই পূজাই ছিল কলকাতা তথা তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপূজা। প্রথম সর্বজনীন পূজায় বাধার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন অনেক রক্ষণশীল পণ্ডিত। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন পণ্ডিত দীননাথ ভট্টাচার্যের হস্তক্ষেপে। ১৯৩৮ সাল থেকে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক আর গণেশ প্রত্যেকের জন্য আলাদাআলাদা চালের ব্যবস্থা হয়। শুরু হয় কুমোরটুলি সর্বজনীন দুর্গাপূজা থেকে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পৌরোহিত্যে। ১৯৩৮ সালে সে পুজোর নতুন সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। পুজো চলছে, পঞ্চমীর দিনই ঘটে গেল মহাবিপত্তি। মণ্ডপে চলে এসেছে একচালার ঠাকুর, হঠাৎ বিকেলে মণ্ডপে আগুন লেগে যায়। মণ্ডপ, প্রতিমা, সব পুড়ে ছাই। অথচ পরের দিনই বোধন। নেতাজি ছুটে গেলেন শিল্পী গোপেশ্বর পালের কাছে। বললেন, যে করেই হোক, এক রাতের মধ্যে ঠাকুর তৈরি করে দিতেই হবে। সেকথা শুনে তো শিল্পী অবাক! তা কী করে সম্ভব? মুহূর্তের মধ্যে নেতাজি সিদ্ধান্ত নিলেন, আলাদাআলাদা করে প্রতিমা গড়া হবে। গোপেশ্বর পাল দুর্গা প্রতিমা গড়লেন। আর অন্যান্য শিল্পীরা গড়লেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গনেশ। একচালা প্রথা ভেঙে তৈরি হল পাঁচচালার ঠাকুর। একরাতের মধ্যেই সব তৈরি। ষষ্ঠীর দিন মণ্ডপে এল প্রথম পাঁচচালার ঠাকুর, যা সম্ভব হয়েছিল নেতাজির জন্যই।

নয়ের দশকের শুরুতে দুর্গা প্রতিমা নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল। রমেশ পাল প্রমুখ যশস্বী শিল্পীরা দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, অসুরকে নানাভাবে নানারূপে সজ্জিত করে উপস্থিত করলেন। তবে, মূল রূপকল্প থেকে তাঁরা সরে যাননি। এরপর নয়ের দশকের শেষের দিক থেকে প্রতিমা এবং মণ্ডপকে নিয়ে শুরু হল থিমের আরাধনা। বিশিষ্ট কারুশিল্পীরা, যাঁরা প্রথাগতভাবে কুমোরটুলির মূলধারার বাইরে, এগিয়ে এলেন বিভিন্ন ভাবনায় দেবী মূর্তি ও মণ্ডপকে উপস্থিত করতে। নানা ধরনের শিল্পের ছোঁয়া, কখনও দেশ-বিদেশের ছোঁয়া; যেখানে উঠে আসে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়, পরিবেশ রক্ষার বার্তা, বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের বার্তা। প্যান্ডেল তৈরিতে প্রথমে বাঁশ দিয়ে অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করে তারপর শিল্পী মনের মতো করে প্যান্ডেল তৈরি করেন। কখনও একটি প্রাচীন মন্দির, কখনও দেশ বা বিদেশের একটি বিখ্যাত স্থাপত্য। কিন্তু যেই জিনিসটা এখন উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি। কে কত অনুদান দেবে, কার পুজো কে উদ্বোধন করবে, কে আগে উদ্বোধন করবে। আগে নামী তারকারা পুজোর উদ্বোধন করতেন, কিন্তু এখন তা নেই। দোটানা আর সংশয়ের মধ্যে পাক খাওয়া ব্যক্তিহৃদয়কে সমষ্টির কোলাহলে নিয়ে গিয়ে ফেলা, একক অনুভূতির সঙ্গে আরও আরও একক অনুভূতিকে মুড়ে এক বাক্সের ভিতর বন্দি করে যা তৈরি করা হয়, তাকেই বোধ হয় 'স্পেক্টাকল' অর্থাৎ 'পাবলিক শো' বলে। ল্যাটিন 'স্পেক্টাকুলাম' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি, যার মানে 'পাবলিক শো'। আর পাবলিক শো-এ পারফর্মারকে থাকতেই হবে। মা দুর্গাকেও অবতীর্ণ হতে হয়েছে সেই পারফর্মারের ভূমিকায়; যে পূজা যত লোক টানবে সেই প্যান্ডেলের প্রতিমাকে তত বেশি সময় দেখানো হবে টিভির পর্দায়। 'একটু অন্যরকম আর কী!' ক্লাব সভাপতির ওই 'একটু' শব্দে হয়তো নিহিত রয়েছে মায়ের জন্য পাঁচ লাখি রূপোর ভূষণ। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গনেশের আভরণ ধরে সেই মূল্য সাত লাখ ছুঁয়ে ফেলে প্রায়। সঙ্গে নেতা-অভিনেতা-উদ্যোগপতিদের হাঁকডাক, মিডিয়া কভারেজের তাল ঠুকে হুলুস্থুল কাণ্ডে মোক্ষম ঘৃতাহুতি দেওয়ার কোনও সুযোগই ছাড়েন না পুজো উদ্যোক্তারা। ৮২ বছরে পদার্পণ করা একডালিয়া এভারগ্রিনের থিম পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির। হাজরা পার্ক, এটাও ৮২ বছরে পদার্পণ করল। গত বছরের থিমে অটো চালকদের জীবনী তুলে ধরা হয়েছিল, এবারের থিম নারীকেন্দ্রিক 'মাগো তোমায় ছুঁলেই দোষ'। কলকাতার বাইরে কল্যাণী আইটিআই মোড় লুমিনাস ক্লাব গত বছর টুইন টাওয়ার-এর আদলে মণ্ডপ তৈরি করে সবাইকে চমকে দিয়েছিল। এবার তাদের থিম ব্যাংককের ওয়াট অরুণ মন্দির, পুরো মণ্ডপটি ঝিনুক দিয়ে তৈরি।

সালটা ১৯৮৫। 'শুদ্ধ সুচি, শুদ্ধ রুচি', এই ক্যাপশনের ওপর ভর করেই শহরের থিমের রমরমা শুরু। এটা একটি বেসরকারি রঙ প্রস্তুতকারক 'এশিয়ান পেইন্টস'-এর স্লোগান। শারদীয়া সম্মান দিতে শুরু করে এই কোম্পানি। বনেদিয়ানা, সাবেকি পুজোর রমরমার মধ্যে শুরু হয় বারোয়ারি পুজোতে থিমের লড়াই। একটি কনসেপ্টকে কেন্দ্র করে মণ্ডপ তৈরি হয়। ক্লাবের টাকায় শিল্পীদের ভাবনা ও কাজকে পরিস্ফুট করা। সেই শুরু পথ হাঁটা। আস্তে আস্তে সেই থিমের লড়াই এক ব্যাপক চেহারা নেয় কলকাতার দুর্গাপুজোয়। পুজো মানে তো আসলে শুধু পুজো নয়, হাজার হাজার মানুষের রুটিরুজি, পরিশ্রম জুড়ে তৈরি হয় এই পুজো। কোটি কোটি টাকার উৎসব। শহরের সব পুজোই প্রতি বছর কিছু নতুনত্বের জন্য মুখিয়ে থাকে। গজিয়ে ওঠে বিভিন্ন সম্মানের। বিভিন্ন সংস্থা মূল্যায়ন করে পুরস্কার তুলে দেয় ক্লাবের হাতে। এটাই যেন প্রাপ্তি। একটা সময় ছিল যখন এক পুজোর হ্যাপা সামলে কর্মকর্তারা সম্ভাব্য শিল্পী ও তাঁর পরিবারের লোকেদের নিয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। সেখানে রথ দেখাও হত, কলা বেচাও। শিল্পী হয়তো এমন কোনও লোকেশন খুঁজে পেলেন, যার দৃশ্যপট তুলে আনা যাবে মণ্ডপে। ফিরে আসার পথেই পুজোর প্রাথমিক নকশা তৈরি হয়ে যেত। সম্ভাব্য বাজেটও। শিল্পী নিজের স্টুডিয়োতে কাজ শুরু করে দিতেন। কর্মকর্তারা বাজেট অনুযায়ী অর্থ সংস্থানের উপায় খুঁজতেন। পুজোয় দেখা যেত, শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে কোথাও শৈলশহর, কোথাও একখানি আদিবাসী গ্রাম, কোথাও আবার দেবস্থান। দেশভ্রমণের ফসল।

থিমের পুজোর শুরুতে বাংলার বিভিন্ন লোকশিল্প ঠাঁই পেতে শুরু করল মণ্ডপে। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, বর্ধমানের কাঠের শিল্প, ফুলিয়ার তাঁত, দিনাজপুরের মুখোশ, মেদিনীপুরের মাদুর আর পটচিত্র হয়ে দাঁড়াল মণ্ডপসজ্জার অন্যতম প্রধান শিল্প। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হল বাউল নাচ, ভাদু, টুসু, ছৌ, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালিকে যুক্ত করে মণ্ডপ তৈরির ভাবনা। বাংলা ছেড়ে শিল্পীরা পা রাখতে শুরু করলেন ভিন্ রাজ্যে। ওড়িশা, ছত্তীসগঢ়, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, অসম, গুজরাত, রাজস্থান, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, কাশ্মীর কেরল; একে একে ওই রাজ্যের রেপ্লিকা হয়ে উঠল মণ্ডপ। সারা দেশের লোকশিল্পীরা পুজোর তিন মাস আগেই ভিড় জমাতে শুরু করতেন কলকাতায়। শিল্পীরা পকেট ভর্তি টাকা, নির্ভেজাল আতিথেয়তা আর বেশ কয়েকটি বাংলা শব্দ ও বাক্য শিখে পাড়ি দিতেন নিজের বাড়িতে।

সম্প্রতি অনেক পুজোকর্তারাই মেনে নিচ্ছেন, থিমের বাহার এক সময় কলকাতাকে ছেয়ে ফেলেছিল বটে। কিন্তু ধীরে ধীরে এমন জটিল, কুটিল থিম শুরু হয়, প্রতিমার রূপ নিয়ে এতটাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন শিল্পীরা, যে দর্শকদের মনে তার একটি বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। গত কয়েক বছর ধরে দর্শকেরা থিমের মণ্ডপ যেমন পছন্দ করছেন, তেমন প্রতিমার সাবেকি রূপই নজর কাড়ছে। কয়েক বছর আগে শহরের একটি পুজোয় নামী শিল্পীর গড়া প্রতিমার ভঙ্গিমা নিয়ে অনেকেই সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, এখন থিমের মণ্ডপের সঙ্গে আটপৌরে প্রতিমার মিশ্রণই তারিফ পাচ্ছে দর্শকদের। সাবেকিয়ানা বনাম থিমের লড়াই এত দিন ছিল। এ বার দুই ঘরানার মেলবন্ধন লড়াইয়ের রীতিটাও বদলে দেবে কি? খুব সম্ভব, এটাই আমাদের কাম্য। থিম পুজোর প্রতিযোগীতায়, ফিকে হয়ে যাওয়া সাবেকি পুজো, সে একচালায় পটচিত্রের চালচিত্র হোক বা ডাকের সাজ, দেখা মেলা দুষ্কর। চালচিত্রের কাজ প্রতিমার নেপথ্যে থেকে মা দুর্গার পূর্ণ রূপ দেওয়া। থিমের ঢেউয়ে মুখ থুবড়ে পড়া, সাবেকি পুজোর ওপরে নির্ভর করে থাকা শিল্পীদের উপার্জন, আবার ফিরে আসতে পারে, এই দুই ঘরানার মেলবন্ধনে।

আমরা আবার দেখতে চাই সেই তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার বারোয়ারি পূজামণ্ডপে বসে থাকা মণিময়কাকু কিংবা কুট্টিপিসিদের; যাঁরা কারও সঙ্গে বিশেষ কথা না বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাতৃমূর্তির

সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের আশ্চর্য গোলকে প্রতিফলন প্রতিবাদের ভাষার

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতার অন্যতম সেরা পুজো, সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার। যা পরিচিত লেবুতলা পার্কের পুজো বলেও। সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের দুর্গাপুজোর আয়োজন মানে আলাদা আকর্ষণ। ৮৯ তম বছরে আমেরিকার লাস ভেগাস শহরের বিখ্যাত স্ফিয়ারের অনুকরণে আশ্চর্য আলোর গোলক করার পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘদিনের। সেই লক্ষ্য থেকে সরেননি পুজো কর্তারা। ২০২৪-এর পুজোয় এই থিমের প্রতিটি পরতে গর্জে উঠবে প্রতিবাদের ভাষা। মাঠজুড়ে বিজ্ঞাপন বোর্ডেও রং-তুলি আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে ফুটিয়ে তোলা হবে প্রতিবাদের ছোঁয়া। এ পুজোকে সজল ঘোষ বলছেন, 'প্রতিবাদের উৎসব'।

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, ২০২২ সালে পুজোয় সাড়া ফেলেছিল মধ্য কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের পুজো মণ্ডপ। সেবার থিম ছিল লালকেল্লা। তখন সামনেই ছিল 'আজাদি কি অমৃত মহোৎসব'। পরের বছর অর্থাৎ গত বছর ২০২৩ এ হইচই ফেলে দেয় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপ। সেবার অযোধ্যার রামমন্দিরের আদলে গড়ে তোলা হয় মধ্য কলকাতার এই মণ্ডপ। এদিকে তখনও অযোধ্যার মন্দির উদ্বোধনই হয়নি। ফলে পুজো উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধনছাড়া ভিড় হয়েছিল বিজেপি নেতা সজল ঘোষের পুজোয়। আর এই পুজোর উদ্বোধন করতে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বয়ং। আর উদ্বোধনের সঙ্গেই নামে জনপ্লাবন। সেখানে মণ্ডপে ঢোকার আগেই সকলের গলায় ওঠে 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিও।

এবারের মণ্ডপের থিম সম্পর্কে বলতে গিয়ে পুজো উদ্যোক্তারা জানান, আমেরিকার লাস ভেগাস শহরের বিখ্যাত স্ফিয়ারের অনুকরণে তৈরি বিশাল ডোমে কখনও প্রতিবাদের প্রদীপ, কখনও ফুটে উঠবে 'জাস্টিস ফর আর জি কর' স্লোগান। বলতে বাধা নেই, এবার পুজোর আবহটা অন্যান্য বছরের থেকে অনেকটাই আলাদা। আগমনীর সঙ্গে কোথাও মিলেমিশে একাকার এক বিষাদের সুরও। তারই সঙ্গে পুরো শহর থেকে আমাদের বাংলার প্রতিটি মানুষ যেন জোড়হাতে মায়ের কাছে আর্জি জানাচ্ছেন এক নির্যাতিতা মেয়ের বিচারের। যে বিচারের দাবিতে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে পথে নামা, হাতে হাত রেখে বিষাদসিন্ধু পার হওয়ার সংকল্প। এবার পুজোর আগে এক অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছে সারা রাজ্য। এই প্রতিবাদের সুরের-ই অনুরণন ঘটবে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপেও। মায়ের পুজোর মাঝেই মেয়ের বিচার চাইবে এ শহর। এরই রেশ ধরে উদ্যোক্তারা বলছেন, 'এ পুজোয় মায়ের কাছেও দাবি একটাই, আর জি করের বিচার চাই।'

এরই পাশাপাশি উদ্যোক্তারা এও জানাতে ভোলেননি, প্রতি বছর পুজো কমিটির তরফ থেকে এলাকার যে ১২০০ জন ছাত্রছাত্রীকে হাজার টাকা স্কলারশিপ দেওয়া হয় তা এবার উৎসর্গ করা হয়েছে আরজি করের নিহত চিকিৎসকের নামে। আর এরই মধ্যে দিয়ে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার যেন বার্তা দেবে, 'পুজোয় থাকলেও, বিচারের দাবি ভুলিনি'।

এবারের পুজোর শুরু থেকেই বেশ কয়েকটি পুজো রয়েছে প্রশাসনের স্ক্যানারে। সে তালিকায় রয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের নামও। কারণ, এই পুজোতে ভিড় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গত কয়েক বছর বেশ বিতর্কও তৈরি হয়। তবে এবার পুজোর অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে নতুন আরও এক বিতর্ক। পুজো কমিটিকে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে ধরানো হয় একটি নোটিস। যেখানে এ বছরের আয়োজনে বেশ কিছু শর্তও বেঁধে দেওয়া হয়। আর সেই সব শর্তকে হুমকি হিসাবেই দেখছেন ওই পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা তথা বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। কারণ, গত ১৮ জুলাই একটি চিঠি মুচিপাড়া থানা থেকে পৌঁছয় সেখান থেকেই বিতর্কের ডালপালা মেলা শুরু। এই নোটিসে জানানো হয় যে, কোনও লেজার আলোর ব্যবহার করা যাবে না। এদিকে যে গ্লোব তৈরি হওয়ার কথা

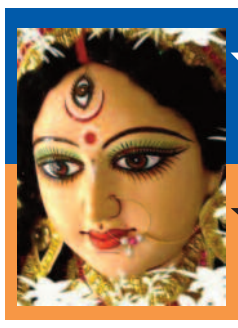

আসছে মা সাজছে শহর

তাতে আলোর খেলা হবে লেজারের সাহায্যেই। ফলে বিতর্কের সূত্রপাত এখানেই। এর পাশাপাশি দর্শনার্থী সামলাতে যাতে অসুবিধা না হয়, তা আগে থেকে নিশ্চিত করতে হবে। খুব স্পষ্ট ভাবে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে পাঠানো এই চিঠিতে বলা হয়েছে, পুলিশের পক্ষে শুরুতেই বলা হয়েছে, কলকাতার অন্যতম বড় পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার। সেখানকার ভিড়ের কথা মাথায় রেখে জনগণের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। আয়োজনের ত্রুটিতে কোনও রকম প্রাণহানি কাম্য নয়। এর পরে পুলিশ নোটিসে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের পুজোয় স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, সিসিটিভির সংখ্যা বৃদ্ধি, দর্শনার্থীদের প্রস্থানের জায়গা বড় করার মতো একাধিক শর্ত দেওয়া

হয়েছে। পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, মণ্ডপের সামনের দিকে মাঝামাঝি অংশে পুলিশের জন্য একটি বিশেষ মঞ্চ করতে হবে, যাতে সেখান থেকে নজরদারি চালানো যায়। ভিড়ের সময় কমিটির তরফে কম করে ২৫০ জন ও ভিড় না থাকলে ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবক রাখতে হবে। ৩৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কথাও বলে হয়েছে। গত বছর ১৪টি সিসিটিভি ছিল। এই মণ্ডপ দর্শনের পরে একটি সরু গলি দিয়ে দর্শনার্থীদের বার হতে হয়। তাতেও খানিক আপত্তি পুলিশের। একই সঙ্গে বলা হয়েছে মণ্ডপের বাইরের অংশে কোনও স্টল দেওয়া যাবে না, পাশের মাঠে যে মেলা বসে সেখানে নাগরদোলা জাতীয় কিছু বসানো যাবে না।

এই প্রসঙ্গে ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সজলের দাবি, 'কলকাতায় অনেক বড় বড় পুজো হয়। কোনও কমিটিকেই এমন শর্ত বেঁধে চিঠি দেয়নি পুলিশ। আমাকেই কেন, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।' এরই রেশ ধরে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'পুলিশ যে সব শর্ত দিয়েছে সেগুলো তো হুমকির মতো। আমরা যে কোনও আলোচনায় যেতে রাজি, কিন্তু হুমকি দিলে তা মানব না। আর পুলিশ তো এমন অনেক শর্ত দিয়েছে যা মানা সম্ভবই নয়।' যেমন, স্টল বসানো প্রসঙ্গে সজল বলেন, 'এটা কোনও কথা হল নাকি! স্টল বসবে না, নাগরদোলা বসবে না এটা মানা যায় না। আর পুলিশ কি এটাও ঠিক করে দেবে যে কোনখানে ৩৬টা সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে।'

এরই রেশ ধরে সজল এও জানান, 'এই চিঠি আসলে হুমকি চিঠি। এ চিঠি বেআইনি। আমরা তার কাছে নতিস্বীকার করব না। আমরা আলোচনা করতে পারি। কিন্তু হুমকি দিয়ে কিছু চাপিয়ে দেবে, তা মানব না। পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করতে আমরা রাজি। সম্পূর্ণ সহযোগিতাও করব। কিন্তু হুমকি দিলে মানব না।'

একই সঙ্গে তিনি এ প্রশ্নও তোলেন, 'মণ্ডপে কত জন স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন, কোথায় কী স্টল বসবে, তা পুলিশ ঠিক করে দেবে? স্টল তো দেওয়া হচ্ছে কলকাতা পুরসভার জায়গায়। পুলিশ কখনও সর্বেসর্বা হতে পারে না।' তবে পুজো নিয়ে এই সংঘাতের আবহ শেষ হোক চাইছেন আম-বাঙালির প্রত্যেকেই।

কমিটির কথা

আমাদের দুর্গা পুজো কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবছর এলাকার ১২০০ ছাত্রছাত্রীকে আমরা ১০০০ টাকার স্কলারশিপ দিই। এবারের স্কলারশিপটা আমরা অভয়ার নামে উৎসর্গ করলাম।